বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ

বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ

বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ

সম্পাদনা পরিষদ

শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী
আহমদ শরীফ
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
আনিসুজ্জামান

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৯৫ / জুন ১৯৮৮

বাএ ২১২৩

পাণ্ডুলিপি
সংকলন উপবিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা সংকলন ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ
উৎপল দাস

মূল্য
চল্লিশ টাকা

BANGLA BHASHAR PROYAG-O-APOPROYAG : [Uses & Abuses of Bangla Language] Published by Bangla Academy Dhaka Bangladesh First Edition June 1988 Price Taka Forty. US Dollar 4·00 only

প্রসঙ্গ-কথা

সাম্প্রতিককালে সরকারী অফিস-আদালত, জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার সংস্থা-প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং জাতীয় ও সমাজ জীবনের নানা স্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার উৎসাহজনকভাবে বেড়েছে। গণমাধ্যম কর্মী, কারিগর, প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীসহ সকল পেশা ও মননজীবী যখন তাঁদের চিন্তা-চেতনার অন্যতম বাহন হিসেবে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করেন তখন সেই ভাষার শক্তি ও সম্ভাবনা বেড়ে যায় এবং নিরলস ও উদ্ভাবনাময় অনুশীলনে উন্মোচিত হয় তার নতুন নতুন দিগন্ত। ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করার পর আমরা আমাদের মাতৃভাষা চর্চায় ব্যাপক আগ্রহ ও কৌতূহল লক্ষ্য করছি। ফলে বাংলা ভাষার অনুশীলন ও ব্যবহারে এসেছে নতুন গতিবেগ ও বহুমাত্রিকতা।

বাংলাদেশে ভাষা-পরিস্থিতির এই পর্যায় একদিকে উৎসাহের কারণ হলেও এর ভেতরের আবিলতা সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা থেকেই এ বইয়ের পরিকল্পনা। বাংলা ভাষার প্রচলন বাড়ছে বলেই সম্ভবত তার ব্যবহারে অসতর্কতা ও অযত্ন দৃষ্টিকটুভাবে চোখে পড়ছে। নানা রকম অশুদ্ধির অনুপ্রবেশ ঘটছে নিয়মিত। এইসব ত্রুটি দূর করার জন্যই বাংলা একাডেমী এই ক্ষীণকায় অথচ অতি প্রয়োজনীয় বইটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ভাষা-বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতদের জন্য এ বই নয়। তবে বিভিন্ন পেশার কর্মীরা তাঁদের নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনে এ বই থেকে উপকৃত হবেন বলে আমরা আশা করি। আসলে এই অভিধানটি সর্বক্ষণ হাতের কাছে রাখার মতো একটি প্রকাশনা। বাংলা ভাষার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য।

'বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ' বইটির প্রাথমিক তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করেছেন সঙ্কলন উপবিভাগের জনাব নূরুল ইসলাম ও অন্যান্য কর্মী। দীর্ঘ সময় ধরে বহু অধিবেশনে মিলিত হয়ে বর্তমান বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন সম্পাদনা পরিষদের পাঁচজন সম্মানিত সদস্য। এই প্রয়োজনীয় ও জটিল কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আমি

তাঁদেরকে গভীর ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এই গ্রন্থ সম্পাদনার প্রত্যেকটি স্তরে যে পরিমাণ সময়, শ্রম ও মনোযোগ অর্পণ করেছেন তার জন্যে আমরা তাঁর কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।

গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগের পরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান ও সংকলন উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব সেলিনা হোসেন যদিও বিভাগীয় দায়িত্ব হিসেবেই প্রয়োগ অভিধান প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তথাপি অনস্বীকার্য-যে তাঁদের প্রযত্ন ও নিষ্ঠা বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ব থেকেই উৎসারিত।

নির্ভুল প্রকাশনার স্বার্থেই সর্বজনাব ওবায়দুল ইসলাম, আবদুল হান্নান ঠাকুর ও মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ্ গ্রন্থটি মুদ্রণের নানা পর্যায়ে তাঁদের মূল্যবান মতামত দিয়ে এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সম্পাদকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

বইটি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা ব্যবহারে উৎসাহী পাঠকদের কাজে লাগলেই আমরা খুশী হব।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক

সূচী

ভূমিকা

ভাষা একটি প্রবহমান নদীর মতো। আর ভাষা সচল বলেই এতে নিত্যনতুন উপাদান গৃহীত হচ্ছে। তাই যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও পরিবর্তন লাভ করে। হাজার বছরের পুরোনো বাংলা ভাষা বহু বিবর্তনের বাঁক পার হয়ে এসেছে। হাজার বছর আগে প্রাচীন বাংলা ভাষার যে রূপ ছিল সে রূপ এখন আর নেই। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ভাষার মধ্যযুগ। প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপ বদলায় মধ্য-যুগে এসে। মধ্যযুগের গোড়ার দিকে প্রচলিত বাংলা ভাষার সঙ্গে শেষ-দিকের ভাষার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক যুগে এসে বাংলা ভাষা আরও কিছু পরিবর্তন লাভ করে।

বাংলা ভাষার বয়স এক হাজার বছর হলেও এর পূর্ব ইতিহাস শুরু হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার যুগ থেকে। ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ আধুনিক ভাষা এসেছে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে বিবর্তিত হয়ে। তাই উপমহাদেশের সব আধুনিক ভাষাতেই দুটি ঐতিহ্য বর্তমান। একটি হচ্ছে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার ঐতিহ্য, যা তৎসম শব্দসমূহ ধারণ করে রেখেছে। আর অন্যটি, বিবর্তনের ঐতিহ্য অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিবর্তিত রূপ, যা তদ্ভব শব্দসমূহে বিধৃত রয়েছে। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার যুগে পালি, প্রাকৃত ও অপ-ভ্রংশের বিবর্তনধারা পার হয়ে উদ্ভূত হয়েছে সকল আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা।

বাংলা ভাষার জন্মলগ্ন থেকেই এই দুই ঐতিহ্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এর সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে দেশজ উপাদান। বঙ্গদেশে আর্যদের আগমনের পূর্বে দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক-ভাষীদের বাস ছিল। তাদের ভাষার উপাদান দেশজ শব্দরূপে বাংলা ভাষায় এখনও বর্তমান।

মধ্যযুগেই বাংলা ভাষায় বিদেশী ভাষার উপাদান প্রবেশ করে। জীবনের চলমানতার কারণেই ভাষায় সর্বদা নতুন নতুন উপাদানের আবির্ভাব

ঘটে। বাংলা ভাষায় বিদেশী উপাদানের মধ্যে আমরা পাই আরবী, ফারসী, পর্তুগীজ, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা থেকে আগত বহু শব্দ। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব চরিত্র রয়েছে। একটি ভাষা অন্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করলেও তা আত্মস্থ করে নেয়। বিদেশী ভাষায় ব্যবহৃত সব ধ্বনি বাংলা ভাষায় নেই। তাই বাংলা ভাষার বানানের নিয়মেই বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ হত ; পরবর্তীকালে বানান-সংস্কার করে বিদেশী ভাষার ধ্বনিবৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী বাংলা বানান চালু হয়েছে।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ। উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন ভাব প্রকাশের প্রয়োজন এবং ভাষার শিষ্টরূপ দানের আগ্রহে দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের হাতে তৎসম শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। এ-শতাব্দীর শেষ দিকে সাহিত্যে চলতি ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তৎসম উপাদানের তুলনায় অ-তৎসম উপাদান ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ে।

তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের সঙ্গে নিয়ম-নিগড়ের যে-সম্পর্ক রয়েছে, তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে তা নেই। সাহিত্যে চলতি ভাষার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার লিখিত রূপে, বিশেষ করে বানানের ক্ষেত্রে, বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। খেয়ালখুশিমতো শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছিল বলে এর শৃঙ্খলাবিধানের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গঠিত 'বানান সংস্কার সমিতি' বাংলা বানানের নিয়ম নতুন করে নির্ধারণ করেন। সংস্কার সমিতি করে রাতারাতি বানান শোধন করা যায় না সত্য, কিন্তু বানানের যে একটি নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকা প্রয়োজন সর্বসাধারণের মনে এই সচেতনতা সৃষ্টি বানান সংস্কার সমিতির প্রধান কৃতিত্ব।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানানের নিয়মাবলী কমবেশি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হচ্ছে। কিন্তু ভাষায় পরিবর্তনের যে অন্তর্নিহিত স্রোত রয়েছে, নিয়মাবলী দিয়ে তা রোধ করা যায় না। বাংলা ভাষায় এখন এমন অনেক শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে, যা ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ হলেও বহুল প্রচলিত। এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত শব্দের অশুদ্ধ ও শুদ্ধ প্রয়োগের তালিকায় লক্ষ্য করা যাবে যে বেশ কিছু শব্দ অশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বহুল প্রচলিত। ব্যাপক ব্যবহার ও সাহিত্যে স্বীকৃতির ফলে 'ইতিপূর্বে'

'ইতিমধ্যে'-র মতো কিছু শব্দ অশুদ্ধ হলেও প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে 'ইতিমধ্যে'-র শুদ্ধরূপ 'ইতোমধ্যে' কথাটার 'ওকালতির উপলক্ষে আইনের বই ঘাঁটবার প্রয়োজন' অনেক আগেই ফুরিয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানানের নিয়মাবলী প্রবর্তনের পর দীর্ঘকাল পার হয়ে গেছে। বানানের এই নিয়মাবলী নতুন করে প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও সকলে অনুভব করছেন। ১৯৭৯ সালে বানানের নিয়মাবলী পুনরায় নির্ধারণের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন করে মতামত সংগ্রহের যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তারও কোন মীমাংসা এখন পর্যন্ত হয় নি।

পৃথিবীর একটি বিশিষ্ট ভাষা বাংলা। বাংলাদেশের বাইরে পশ্চিমবঙ্গে ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাভাষী রয়েছে। প্রায় ২০ কোটি লোক আজ বাংলা বলে। সেই হিসাবে বাংলা ভাষা পৃথিবীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বাংলাদেশে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন সম্পূর্ণ না হলেও বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্যক বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই। এই ব্যাপক ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে একটি দুঃখজনক বিষয় নজরে পড়ে, তা হচ্ছে বাংলা বানান ও উচ্চারণে চরম বিশৃঙ্খলা। সাহিত্যকর্মের বাইরে পোস্টারে, বিজ্ঞাপনে, সাইনবোর্ডে, সংবাদপত্রের পাতায়, বেতার-টেলিভিশনে এই ভুলের বিপুল পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা ভাষায় ভুলের যে নৈরাজ্য চলছে তাতে শুধু বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা বা ঔদাসীন্যই প্রকাশ পায় না, ভাষার নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পর্কে বিপুল অজ্ঞতাও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। ভাষা ব্যবহারে অশুদ্ধি সাধারণত তিনটি কারণে হয়ে থাকে —

ক. উচ্চারণ দোষে

খ. শব্দগত বিভ্রান্তিতে এবং

গ. শব্দের অর্থগত বিভ্রান্তিতে।

বাংলা ভাষার উচ্চারণে যথেচ্ছাচার লক্ষ্য করা যায়। আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণ-প্রভাব থেকে অনেকেই মুক্ত হতে পারেন না। অন্যদিকে শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতিও সতর্ক থাকেন না। এই উচ্চারণ-বিকৃতির প্রভাবে

বানানেও অশুদ্ধি ঘটে। 'অত্যাধিক', 'অদ্যাপি', 'অনাটন', 'উত্যাক্ত' ইত্যাদি ভুল বানান উচ্চারণদোষেই ঘটেছে।

বানান ভাষাপ্রয়োগের একটি প্রধান অংশ। শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে শব্দের বানান-বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। বানানের শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচারে ব্যাকরণের আলোচনা তাই অপরিহার্য। বিশেষ্য-বিশেষণকে যথাযথ চিহ্নিত না করার কারণেই উৎকর্ষতা, সখ্যতা, অপ-কর্ষতা, সৌজন্যতা ইত্যাদি লিখিত হয়।

শব্দের যথাযথ অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণেও প্রয়োগ-বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এই বিভ্রান্তির ফলে ভুল শব্দ যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি বাক্যেও যথাস্থানে শব্দ অন্বিত হয় না।

বাংলা ভাষার নির্ভুল ব্যবহারে সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়েই এ-গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যাঁরা বাংলা ভাষা সচরাচর প্রয়োগ করে থাকেন তাঁদের কথা স্মরণ রেখেই এই সহায়ক গ্রন্থের আয়োজন।

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানের নিয়ম

তৎসম শব্দের বানান সংস্কৃত শব্দের বানানের অনুরূপ হবে। কারণ সংস্কৃত শব্দের বানানে নির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং সুসংহত গঠনরীতি রয়েছে। এই বানানের পরিবর্তন বা বিকৃতি অনুচিত। তৎসম শব্দ থেকেই তদ্ভব শব্দের উদ্ভব হয়েছে। যে পরিবর্তনের ধারায় বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে তৎসম শব্দের বানান পরিবর্তিত হলে সে পরিবর্তনের চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যাবে।

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে স্বরবর্ণভেদের মধ্যে ই-কার ও ঈ-কার এবং উ-কার ও ঊ-কারের পার্থক্য প্রধান। আধুনিক বাংলায় আমাদের উচ্চারণে হ্রস্ব স্বরধ্বনি ও দীর্ঘ স্বরধ্বনির মধ্যে কোন ভেদ নেই। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের ভেদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদে অর্থাৎ ই/ঈ বা উ/ঊ ভেদে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটত। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রায়-সমোচ্চারিত শব্দের তালিকায় লক্ষ্য করা যাবে, বানানভেদে বহু শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে।

বাংলায় মৌলিক ও সাধিত উভয় প্রকার সংস্কৃত শব্দই ব্যবহৃত হয়। প্রত্যয়-নিষ্পন্নই হোক অথবা সমাসবদ্ধ পদই হোক শব্দের সাধন এবং গঠন-প্রণালী শব্দের বানানকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই শুদ্ধ বানানের জন্য শব্দ বা পদ গঠনের নিয়মাবলী জানা অপরিহার্য। শুদ্ধ ভাষার নিয়ম-কানুন এবং সূত্রাবলী ব্যাকরণে লিপিবদ্ধ থাকে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের বানান এবং ব্যবহার জানার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী এখানে বর্ণিত হল। বানান এবং শব্দ ব্যবহারের সম্পূর্ণ ব্যাকরণ এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। যে-ক্ষেত্রে ভুল হবার সম্ভাবনা বেশি সে-ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মই বিবৃত হয়েছে। এই নিয়মগুলি পাঠ করে একজন ভাষার নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে যেমন অবহিত হবেন, তেমনি বানান-বিভ্রমের হাত থেকেও নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের ক্ষেত্রে যে নিয়ম নির্ধারণ করেছিলেন (১৯৩৬) তা প্রধানত অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে প্রদত্ত দুটি নিয়মের মধ্যে একটি নিয়ম বৈপ্লবিক। তা হচ্ছে 'রেফের পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব বর্জন'। যথা—'অর্চনা', 'মূর্ছা', 'অর্জুন', 'কর্তা', 'কার্তিক', 'বার্তা', 'কর্দম', 'অর্ধ', 'বার্ধক্য', 'কর্ম', 'কার্য', 'সর্ব'। এই দ্বিত্ববর্জিত বানান বর্তমানে প্রায় সর্বস্তরে প্রচলিত। এমনকি আধুনিক বাংলা অভিধানে দ্বিত্বসহ প্রাচীন বানানও বর্জিত হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে 'রেফের পর দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ', তাই এই পরিবর্তন ব্যাকরণ-বহির্ভূত নয়। কিন্তু 'সূর্য্য', 'শৌর্য্য', 'বীর্য্য' ইত্যাদি শব্দে ব্যবহৃত রেফের পর দ্বিত্ব-প্রাপ্ত 'অন্তঃস্থ য-ফলা' বর্জনের সাদৃশ্যে কোন কোন শব্দের 'য-ফলা' বাদ দেওয়ার অযৌক্তিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানের যে-নিয়মাবলী এখানে উদ্ধৃত হল তার বিষয়গুলি হচ্ছে ঃ

ক. সংস্কৃত শব্দে ণত্ব-বিধান
খ. সংস্কৃত শব্দে ষত্ব-বিধান
গ. নাসিক্য ব্যঞ্জনের ব্যবহার
ঘ. বিসর্গের ব্যবহার
ঙ. স্বরসন্ধি
চ. ব্যঞ্জনসন্ধি
ছ. স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন
জ. বহুবচনজ্ঞাপক শব্দাবলী
ঝ. বিশেষ্য-বিশেষণ পদগঠন

সংস্কৃত শব্দে ণত্ব-বিধান

১ 'ট' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে কেবল 'ণ' যুক্ত হয়। যেমন—কণ্টক, ঘণ্টা, লুণ্ঠন, অবগুণ্ঠন, খণ্ড, ভাণ্ড, কাণ্ড ইত্যাদি।

['ত' বর্গীয় বর্ণের আগে কখনো 'ণ' যুক্ত হয় না, কেবল 'ন' হয়। যেমন—অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন, বন্ধন ইত্যাদি।]

২ 'ঋ' 'র' 'ষ'-এর পরে 'ণ' বসে।
যেমন—ঋণ, তৃণ, ঘৃণা, বর্ণ, বিকীর্ণ, ভীষণ, বিষাণ, লক্ষণ ইত্যাদি।

৩ 'ঋ' 'র' 'ষ'-এর পরে স্বরবর্ণ, ক-বর্গীয় বর্ণ, প-বর্গীয় বর্ণ, 'য', 'অন্তঃস্থ ব', 'হ' অথবা অনুস্বার থাকলে 'ণ' হয়। যেমন—চরণ, হরিণ, রেণু, সুক্ষণী, কৃপণ, অর্পণ, নির্বাণ, লক্ষ্মণ, প্রয়াণ, ম্রিয়মাণ, ব্রাহ্মণ, গ্রহণ, বৃংহণ ইত্যাদি।
['ঋ' 'র' 'ষ' এবং 'দন্ত্য ন'-এর মধ্যে অন্য কোন বর্গের বর্ণ থাকলে 'ন' 'ণ' হয় না। যেমন—রচনা, অর্চনা, দর্শন, নর্তন, প্রার্থনা ইত্যাদি।]

৪ সমাসবদ্ধ শব্দে পূর্বপদে 'ঋ', 'র', 'ষ' যদি থাকে তবে পরপদের 'ন' 'ণ'-তে রূপান্তরিত হয় না। যেমন—সর্বনাম, বরানুগমন, ত্রিনয়ন, দুর্নাম, দুর্নিবার, দুর্নীতি ইত্যাদি।
[সমাস সত্ত্বেও কতকগুলি শব্দে 'ন'-র স্থলে 'ণ' হয়। যেমন—অগ্রণী, অগ্রহায়ণ (অগ্র+হায়ন), উত্তরায়ণ (উত্তর+অয়ন), রামায়ণ (রাম+অয়ন), অপরাহ্ণ (অপর+অহ্ন), শূর্পণখা (শূর্প+নখ+আ), চান্দ্রায়ণ (চান্দ্র+অয়ন), পূর্বাহ্ণ (পূর্ব+অহ্ন) ইত্যাদি।]

৫ প্র, পরা, পরি, নির প্রভৃতি উপসর্গের পর কোন কোন ক্ষেত্রে 'ণ' হয়। যেমন—প্রণাম, প্রণয়, প্রণয়ন, প্রণিপাত (প্র+নিপাত), প্রণীত, প্রবাহিণী ; পরায়ণ ; পরিণয়, পরিণত, পরিণীত, পরিবহণ, নির্ণয়, নির্ণীত ইত্যাদি [এই নিয়মের ব্যতিক্রম—পরিনির্বাণ, নির্নিমেষ, প্রনষ্ট]।

৬ কতকগুলি তৎসম শব্দে স্বভাবতই 'ণ' হয়। যেমন—অণু (ক্ষুদ্র অর্থে), বেণু, বীণা, গুণ, কণা, বেণী, বাণী, বাণ, মণি, পুণ্য, বণিক, বিপণি, লবণ, কল্যাণ, গণ, গণ্য, পাণি (হস্ত অর্থে), কোণ, নিপুণ, শোণিত, লাবণ্য, গৌণ, ঘুণ, চিক্কণ, পণ্য ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দে ষত্ব-বিধান

১ 'ঋ'-কারের পর 'ষ' বসে।
যেমন—ঋষি, বৃষ, কৃষক, কৃষি, তৃষা ইত্যাদি।
[ব্যতিক্রম—কৃশ্ ধাতু থেকে জাত কৃশ, কৃশকায়, কৃশাঙ্গ, কৃশানু, কৃশোদর।]

২ 'ট' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে কেবল 'ষ' যুক্ত হয়।
যেমন—দুষ্ট, কষ্ট, সৃষ্ট, কাষ্ঠ, পৃষ্ঠ, কনিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

৩ 'অ' 'আ'-ভিন্ন স্বর এবং 'ক' 'র'-এর পর বিভক্তি-প্রত্যয়াদির 'স' থাকলে তা 'ষ'-তে রূপান্তরিত হয়।

যেমন—কল্যাণীয়েষু, প্রীতিভাজনেষু, আবিষ্কার, গোষ্পদ, চিকীর্ষা, জিগীষা ইত্যাদি।

৪ ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত (অধি, অনু, অভি, নি, পরি, প্রতি, সু) উপসর্গের পর কতকগুলি ধাতুর 'স' রূপান্তরিত হয়ে 'ষ' হয়। যেমন—
'অধি' উপসর্গযোগে—অধিষ্ঠান (অধি+স্থান), অধিষ্ঠাতা, অধিষ্ঠিত, অধিষ্ঠাত্রী।
'অনু' উপসর্গযোগে—অনুষঙ্গ (অনু+সঙ্গ), অনুষ্ঠান (অনু+স্থান), অনুষ্ঠাতা।
'অভি' উপসর্গযোগে—অভিষেক (অভি+সেক), অভিষিক্ত।
'নি' অথবা 'নির্' উপসর্গযোগে—নিষ্কণ্টক (নিঃ > নির+কণ্টক), নিষেধ, নিষাদ, নিষ্কর, নিষ্কম্প, নিষ্ফল, নিষ্পাপ, নিষ্প্রভ, নিষ্প্রয়োজন, নিষ্কর্মা, নিষ্কাশন।
'পরি' উপসর্গযোগে—পরিষ্কার (পরি+কার), পরিষ্কৃত।
'প্রতি' উপসর্গযোগে—প্রতিষেধ (প্রতি+সেধ), প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠিত।
'বি' উপসর্গযোগে—বিষণ্ণ (বি+সন্ন), বিষুব, বিষাদ।
'সু' উপসর্গযোগে—সুষুপ্ত (সু+সুপ্ত), সুষমা, সুষ্ঠু ইত্যাদি।

৫ ব্যতিক্রম

ক) ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পরও কিছু শব্দের 'স' কখনো 'ষ' হয় না।

যেমন—অনুসরণ, অনুসন্ধিৎসা, অনুস্বার, অনুস্মৃতি, অভিসম্পাত, অভিসার, অভিসন্ধি, অভিসন্তাপ, পরিসংখ্যা, পরিসমাপ্তি, পরিসীমা, পরিস্থিতি, প্রতিসংহার, বিসংবাদ, বিসর্গ, বিসর্জন, বিসদৃশ, বিস্ময়, বিস্মরণ, বিস্মৃতি, সুসংবাদ, সুসময়, সুস্থির, সুস্পষ্ট, সুস্বর, সুসম্পন্ন ইত্যাদি।

খ) স্পৃহ্ বা স্পন্দ্ ধাতুর 'স' কখনো 'ষ' হয় না। যেমন—নিস্পৃহ, নিস্পন্দ।

গ) 'সাৎ' প্রত্যয়ের 'স' কখনো 'ষ' হয় না। যেমন—অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ।

ঘ) স্ফুট্ ও স্ফুর্ ধাতুর 'স' পরিবর্তিত হয় না। যেমন—দন্তস্ফুট, বিস্ফুরণ, পরিস্ফুট, বিস্ফোরণ, বিস্ফোটক ইত্যাদি।

৬ দুটি পদ সমাসযুক্ত হয়ে একটি শব্দ হলে প্রথম পদের শেষে যদি 'ই', 'উ', 'ঋ', অথবা 'ও' থাকে, তবে পরবর্তী পদের আদ্য 'স' 'ষ'-য়ে পরিবর্তিত হয়। যেমন—যুধিষ্ঠির (যুধি+স্থির), মাতৃষ্বসা (মাতৃ+স্বসা), সুষমা (সু+সমা), গোষ্ঠ (গো+স্থ) ইত্যাদি।

৭ কতকগুলি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়। যেমন—আষাঢ়, ঈষৎ, ঊষা, আভাষ, অভিলাষ, কোষ, পাষণ্ড, পাষাণ, ভাষা, ভাষ্য, ভাষণ, মানুষ, পুরুষ, ষোড়শ, রোষ, ঘুষ, বিশেষ, পৌষ, তোষণ, ভূষণ, ভীষণ, শেষ, বিষ, বিষাণ, ঔষধ, তুষার ইত্যাদি।

নাসিক্য ব্যঞ্জনের ব্যবহার

১ নাসিক্য-যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বর্গীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনই যুক্ত হবে। যেমন—'ক' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে নাসিক্য 'ঙ', 'চ' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে 'ঞ', 'ট' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে 'ণ', 'ত' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে 'ন', 'প' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে 'ম'। উদাহরণ—অঙ্ক, শঙ্খ, গঙ্গা ; চঞ্চল, অঞ্জন, ঝঞ্ঝা ; কণ্টক, লুণ্ঠন, পাষণ্ড ; রত্ন, গ্রন্থ, কুন্দ, অন্ধ ; কম্পন, লম্ফ, সম্ভ্রান্ত, বিম্ব, সম্মিলন ইত্যাদি।

২ সন্ধিসম্ভব শব্দদ্বয়ের মধ্যে প্রথম শব্দের অন্ত্য ব্যঞ্জন 'ম্' ও দ্বিতীয় শব্দের আদ্য ব্যঞ্জন 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' হলে সন্ধিতে 'ম্'-এর স্থলে 'ঙ্' অথবা 'ং' হয়। যেমন—

অহম্+কার—অহঙ্কার/অহংকার,
সম্+কট—সঙ্কট/সংকট,
সম্+গত—সঙ্গত/সংগত,
সম্+গীত—সঙ্গীত/সংগীত,

সম্+ঘটন—সঙ্ঘটন/সংঘটন,
ভয়ম্+কর—ভয়ঙ্কর/ভয়ংকর,
শুভম্+কর—শুভঙ্কর/শুভংকর,
পারম্+গম—পারঙ্গম/পারংগম,
হৃদয়ম্+গম—হৃদয়ঙ্গম/হৃদয়ংগম।

৩ সন্ধিসম্ভব শব্দদ্বয়ের মধ্যে প্রথম শব্দের অন্ত্য-ব্যঞ্জন 'ম্' এবং দ্বিতীয় শব্দের আদ্য-ব্যঞ্জন অন্তঃস্থ বা উষ্ম বর্ণ (য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ) হলে সন্ধিতে 'ম্' স্থানে 'ং' হয়, 'ঙ' হয় না। যেমন—সংযোগ (সম্+যোগ), সংরক্ত (সম্+রক্ত), সংলগ্ন (সম্+লগ্ন), সংবাদ (সম্+বাদ), সংশয় (সম্+শয়), সংসর্গ (সম্+সর্গ), সংহার (সম্+হার) ইত্যাদি।
[প্রিয়ংবদা, সংবর্ধনা, সংবলিত, স্বয়ংবর প্রভৃতি শব্দের প্রিয়ম্বদা, সম্বর্ধনা, সম্বলিত, স্বয়ম্বর রূপ অশুদ্ধ।]

৪ সুসংহত মৌল বা একক (বা একাক্ষরিক) শব্দে 'ঙ' স্থানে 'ং' হবে না। যেমন—অঙ্ক, গঙ্গা, সঙ্গ, লিঙ্গ, বঙ্গ, পঙ্ক, ভঙ্গ, রঙ্গ, বঙ্কিম, পঙ্কিল, রঙ্গন, পঙ্গপাল, পঙ্গু, ভঙ্গুর ইত্যাদি।

৫ সন্ধিসম্ভব শব্দদ্বয়ের মধ্যে প্রথম শব্দের অন্ত্য-ব্যঞ্জন 'ম্' এবং দ্বিতীয় শব্দের আদিতে 'বর্গীয় ব' থাকলে সন্ধিতে 'ম্ব' হয়। যেমন—
সম্+বন্ধ—সম্বন্ধ,
সম্+বল—সম্বল,
সম্+বোধন—সম্বোধন।
'সম্বন্ধ', 'সম্বল', 'সম্বোধন' এ-জাতীয় শব্দের বানানে 'ংব' অশুদ্ধ।

বিসর্গের ব্যবহার

১ পদান্তে সংস্কৃত শব্দে বিসর্গ অবিকৃত থাকে। যেমন—আয়ুঃ সদ্যঃ, বক্ষঃ, মনঃ, ক্রমশঃ, ইতস্ততঃ বিশেষতঃ ইত্যাদি। তবে বাংলা ভাষায় অন্ত্য বিসর্গ উচ্চারিত হয় না বলে আধুনিক বাংলায় অন্ত্য বিসর্গ বর্জিত হয়েছে। যেমন—আয়ু, সদ্য, বক্ষ, মন, ক্রমশ, ইতস্তত, বিশেষত ইত্যাদি।

২ সাধারণত সমাসবদ্ধ পদে 'শ' 'ষ' 'স' পরে থাকলে বিসর্গ স্বরূপে স্বস্থানে অবস্থান করে। যেমন—নিঃশব্দ, বয়ঃসন্ধি, অন্তঃশীলা, অন্তঃসত্ত্বা, মনঃশিলা, দুঃসাহস, প্রাতঃস্মরণীয়, স্বতঃস্ফূর্ত ইত্যাদি।

৩ 'ক' 'খ' বা 'প' 'ফ' বর্ণ পরে থাকলে অ-কার কিংবা আ-কারের পরস্থিত বিসর্গ সন্ধিবদ্ধ শব্দে 'স' হয়। যেমন—নমস্কার (নমঃ+কার), পুরস্কার (পুরঃ+কার), মনস্কামনা (মনঃ+কামনা), বাচস্পতি (বাচঃ+পতি) ইত্যাদি।

৪ 'ক' 'খ' অথবা 'প' 'ফ' পরে থাকলে 'অ' 'আ'-ভিন্ন অন্য (ই বা উ) স্বরের পরস্থিত বিসর্গ 'ষ' হয়। যেমন—নিষ্কলঙ্ক (নিঃ+কলঙ্ক), ভ্রাতুষ্পুত্র (ভ্রাতুঃ+পুত্র), চতুষ্কোণ (চতুঃ+কোণ), আবিষ্কার (আবিঃ+কার), নিষ্কৃতি (নিঃ+কৃতি), নিষ্ফল (নিঃ+ফল) ইত্যাদি।

৫ সমাসবদ্ধ পদে কোন কোন ক্ষেত্রে 'ক' 'খ' 'প' 'ফ' পরে থাকলেও অ-আ-ই-উ স্বরের পরবর্তী বিসর্গ অবিকৃত থাকে। যেমন—মনঃকষ্ট, অন্তঃকরণ, অন্তঃপুর, অতঃপর, মনঃপূত, পয়ঃপ্রণালী, বয়ঃপ্রাপ্ত, দুঃখ, ইতঃপূর্বে (বাংলায় বহুল প্রচলিত অশুদ্ধরূপ 'ইতিপূর্বে')।

৬ 'ত' কিংবা 'থ' পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গ স্থানে 'স' হয়। যেমন—ইতস্তত, ইতস্ততঃ (ইতঃ+ততঃ), নিস্তেজ (নিঃ+তেজ), মনস্তাপ (মনঃ+তাপ), দুস্তর (দুঃ+তর) ইত্যাদি।

৭ 'ট' কিংবা 'ঠ' পরে থাকলে পূর্ববর্তী 'বিসর্গ' স্থানে 'ষ' হয়। যেমন—নিষ্ঠুর (নিঃ+ঠুর), ধনুষ্টঙ্কার (ধনুঃ+টঙ্কার) ইত্যাদি।

৮ 'চ' কিংবা 'ছ' পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গ স্থানে 'শ' হয়। যেমন—নিশ্চয় (নিঃ+চয়), নিশ্ছিদ্র (নিঃ+ছিদ্র), দুশ্চরিত্র (দুঃ+চরিত্র), শিরশ্ছেদ (শিরঃ+ছেদ) ইত্যাদি।

৯ বিসর্গযুক্ত অ-কারের পরে অ-কার থাকলে, পূর্বস্থিত অ-কারের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিসর্গ ও-কারে রূপান্তরিত হয় এবং পরবর্তী অ-কার লোপ পায়। যেমন—ততোধিক (ততঃ+অধিক), যশোভিলাষ (যশঃ+অভিলাষ) ইত্যাদি।

১০ বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ কিংবা য, র, ল, ব, হ পরে থাকলে অ-কারের পরস্থিত বিসর্গ পূর্বস্থিত অ-কারের সঙ্গে মিলিত হয়ে ও-কারে পরিণত হয়। যেমন—মনোগত (মনঃ+গত), মনোমোহন (মনঃ+মোহন), অধোমুখ (অধঃ+মুখ), সদ্যোজাত (সদ্যঃ+জাত), সরোবর (সরঃ+বর), মনোজ (মনঃ+জ), বয়োবৃদ্ধি (বয়ঃ+বৃদ্ধি), ইতোমধ্যে (ইতঃ+মধ্যে) ইত্যাদি।

১১ স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ কিংবা য, র, ল, ব, হ পরে থাকলে অ-কারের পরস্থিত র-জাত বিসর্গ নিজ মূলরূপ অর্থাৎ র-ভাব ফিরে পায় এবং এই র-কার পরবর্তী স্বরের সঙ্গে কিংবা 'রেফ' রূপে পরবর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন পুনরপি (পুনঃ+অপি), পুনর্বার (পুনঃ+বার), পুনর্যাত্রা (পুনঃ+যাত্রা), অন্তর্ধান (অন্তর্=অন্তঃ+ধান), অন্তর্ভুক্ত (অন্তঃ+ভুক্ত), অন্তর্লীন (অন্তঃ+লীন) ইত্যাদি।

১২ স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ কিংবা য, র, ল, ব, হ পরে থাকলে 'অ' 'আ'-ভিন্ন স্বরের পরস্থিত বিসর্গের জায়গায় 'র্' হয় ; 'র' পরবর্তী স্বরে যুক্ত হয়, কিংবা 'রেফ' রূপে পরবর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন—নিরবধি (নিঃ+অবধি), নিরাকার (নিঃ+আকার), দুরপনেয় (দুঃ+অপনেয়), দুরাত্মা (দুঃ+আত্মা), দুর্নাম (দুঃ+নাম), দুর্যোগ (দুঃ+যোগ), বহিরাগত (বহিঃ+আগত), বহির্গমন (বহিঃ+গমন), নিরন্তর (নিঃ+অন্তর), নিরুত্তাপ (নিঃ+উত্তাপ), নির্গত (নিঃ+গত), নির্ঝর (নিঃ+ঝর), নির্মল (নিঃ+মল), নির্লক্ষ্য (নিঃ+লক্ষ্য), আশীর্বাদ (আশীঃ+বাদ), চতুর্ভুজ (চতুঃ+ভুজ), মুহুর্মুহুঃ (মুহুঃ+মুহুঃ) ইত্যাদি।

১৩ 'স্ত' 'স্থ' 'স্প' 'শ্ব' বিসর্গের পরে থাকলে, বিকল্পে বিসর্গের লোপ হয়। যেমন—নিঃস্তব্ধ/নিস্তব্ধ, অন্তঃস্থ/অন্তস্থ, বক্ষঃস্থল/বক্ষস্থল, দুঃস্থ/দুস্থ, মনঃস্থ/মনস্থ, নিঃস্পন্দ/নিস্পন্দ, নিঃস্পৃহ/নিস্পৃহ, নিঃশ্বাস/নিশ্বাস ইত্যাদি। আধুনিক বাংলায় বিসর্গবর্জিত বানানই বিশেষ প্রচলিত। এসব বানান বিকল্পে দেখান হয়েছে।

১৪ 'র' পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গ স্থানে যে 'র্' হয় তা লোপ পায় এবং পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়। যেমন—নিঃ+রোগ > নীরোগ, নিঃ+রস > নীরস, নিঃ+রব > নীরব, চক্ষুঃ+রোগ > চক্ষূরোগ (তবে চক্ষুরোগই বর্তমানে প্রচলিত)।

স্বরসন্ধি

১ পূর্বপদের শেষে এবং পরবর্তী পদের শুরুতে যদি একই স্বরবর্ণ (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) অবস্থান করে, তবে উভয় অবস্থান মিলে উক্ত স্বরবর্ণ দীর্ঘরূপে রূপান্তরিত হয়। যেমন—

অ+অ = আ ; বেদান্ত (বেদ+অন্ত), অন্যান্য (অন্য+অন্য), বরাভয় (বর+অভয়), নবান্ন (নব+অন্ন), নরাধম (নর+অধম), অদ্যাপি (অদ্য+অপি) ইত্যাদি।

অ+আ = আ ; দেবালয় (দেব+আলয়), হিমালয় (হিম+আলয়), পুস্তকাগার (পুস্তক+আগার) ইত্যাদি।

আ+অ = আ ; আশাতিরিক্ত (আশা+অতিরিক্ত), বিদ্যালঙ্কার (বিদ্যা+অলঙ্কার), নিন্দার্হ (নিন্দা+অর্হ) ইত্যাদি।

আ+আ = আ; দয়ার্দ্র (দয়া+আর্দ্র), শিলাসীন (শিলা+আসীন), মাত্রাধিক্য (মাত্রা+আধিক্য) ইত্যাদি।

ই+ই = ঈ ; গিরীন্দ্র (গিরি+ইন্দ্র), অভীষ্ট (অভি+ইষ্ট), অতীত (অতি+ইত), রবীন্দ্র (রবি+ইন্দ্র) ইত্যাদি।

ই+ঈ =ঈ ; প্রতীক্ষা (প্রতি+ঈক্ষা), অধীশ্বর (অধি+ঈশ্বর) ইত্যাদি।

ঈ+ই = ঈ ; শচীন্দ্র (শচী+ইন্দ্র), মহীন্দ্র (মহী+ইন্দ্র) ইত্যাদি।

ঈ+ঈ = ঈ ; সতীশ (সতী+ঈশ), রজনীশ (রজনী+ঈশ) ইত্যাদি।

উ+উ = ঊ ; সূক্ত (সু+উক্ত), ভানূদয় (ভানু+উদয়), কটূক্তি (কটু+উক্তি)।

উ+ঊ = ঊ ; লঘূর্মি (লঘু+ঊর্মি)।

ঊ+উ = ঊ ; ভূর্ধ্ব (ভূ+ঊর্ধ্ব)।

২ 'অ' বা 'আ' পূর্বে থাকলে, পরবর্তী স্বর যদি 'ই' / 'ঈ' হয়, তবে উভয়ে মিলে 'এ' হয়। যেমন—অ/আ+ই/ঈ=এ ; দেব+ইন্দ্র = দেবেন্দ্র, রাজ+ইন্দ্র = রাজেন্দ্র, পরম+ঈশ্বর = পরমেশ্বর, যথা+ইষ্ট = যথেষ্ট।

৩ 'অ' বা 'আ' পূর্বে থাকলে পরবর্তী স্বর যদি 'উ/ঊ' হয়, তবে উভয়ে মিলে 'ও' হয়। যেমন—অ/আ+উ/ঊ=ও ; হিত+উপদেশ =

হিতোপদেশ, পর+উপকার=পরোপকার, সূর্য+উদয়=সূর্যোদয়, মহা+উদয়=মহোদয়, মহা+উৎসব=মহোৎসব।

৪ 'অ' বা 'আ' পূর্বে থাকলে পরবর্তী স্বর যদি 'ঋ' হয়, তবে উভয়ে মিলে 'অর' হয়। যেমন—অ/আ+ঋ=অর ; দেব+ঋষি=দেবর্ষি, মহা+ঋষি=মহর্ষি।
[শীতার্ত, ক্ষুধার্ত এ-নিয়মের ব্যতিক্রম।]

৫ 'অ' বা 'আ' পূর্বে থাকলে পরবর্তী স্বর যদি 'এ/ঐ' হয়, তবে উভয়ে মিলে 'ঐ' হয়। যেমন—অ/আ+এ/ঐ=ঐ ; মত+ঐক্য=মতৈক্য, মহা+ঐশ্বর্য=মহৈশ্বর্য, হিত+এষী=হিতৈষী, সদা+এব=সদৈব।

৬ 'অ' বা 'আ' পূর্বে থাকলে পরবর্তী স্বর যদি 'ও/ঔ' হয়, তবে উভয়ে মিলে 'ঔ' হয়। যেমন—অ/আ+ও/ঔ=ঔ ; মহা+ঔষধ=মহৌষধ, বিদ্য+ঔষধ=দিব্যৌষধ ইত্যাদি।

৭ 'ই/ঈ' পূর্বে থাকলে পরবর্তী স্বর যদি অন্য স্বরবর্ণ হয়, তবে 'ই/ঈ' স্থলে 'য়/য-ফলা' হয়। যেমন—অতি+অন্ত=অত্যন্ত, অতি+আচার=অত্যাচার, উপরি+উপরি=উপর্যুপরি, প্রতি+উত্তর=প্রত্যুত্তর, আদি+অন্ত=আদ্যন্ত, আদি+অক্ষর=আদ্যক্ষর, যদি+অপি=যদ্যপি, প্রতি+এক=প্রত্যেক ইত্যাদি।

৮ 'উ/ঊ' পূর্বে থাকলে পরবর্তী স্বর যদি অন্য স্বরবর্ণ হয়, তবে 'উ/ঊ' স্থলে 'অন্তঃস্থ ব/ব-ফলা' হয়। যেমন—অনু+অয়=অন্বয়, সু+আগত=স্বাগত, অনু+ইত=অন্বিত, অনু+এষণ=অন্বেষণ ইত্যাদি।

৯ 'ঋ' যদি পূর্বে থাকে এবং পরবর্তী স্বর যদি 'ঋ' ভিন্ন স্বর হয়, তবে 'ঋ' স্থলে 'র/র-ফলা' হয়। যেমন—পিতৃ+আলয়=পিত্রালয়।

ব্যঞ্জন-সন্ধি

১ স্বরবর্ণ অথবা বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ (গ, ঘ, জ, ঝ, ড, ঢ, দ, ধ, ব, ভ) অথবা অন্তঃস্থ বর্ণ (য, র, ল, ব) পরে থাকলে পূর্ববর্তী 'ক', 'চ', 'ট', 'ত', 'প' যথাক্রমে 'গ', 'জ', 'ড', 'দ' ও 'ব' বর্ণে পরিণত

হয়। যেমন—বাগীশ (বাক্+ঈশ), বাগীশ্বরী (বাক্+ঈশ্বরী), দিগন্ত (দিক্+অন্ত), জগদীশ্বর (জগৎ+ঈশ্বর), দিগ্গজ (দিক্+গজ), বাগ্জাল (বাক্+জাল), জগদ্বন্ধু (জগৎ+বন্ধু), উদ্ঘাটন (উৎ+ঘাটন), উদ্ভব (উৎ+ভব), উদ্যোগ (উৎ+যোগ), বাগদত্তা (বাক্+দত্তা) ইত্যাদি।

২ বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ (ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ) কিংবা 'স' পরে থাকলে, বর্গের (বিশেষত ত-বর্গের) তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের স্থলে প্রথম বর্ণ হয় (অর্থাৎ দ্, ধ্ স্থলে ত্)। যেমন—তৎকাল (তদ্+কাল), তত্ত্ব (তদ্ > তৎ+ত্ব), তৎসম (তদ্+সম), ক্ষুৎপিপাসা (ক্ষুধ্+পিপাসা) ইত্যাদি।

৩ 'চ' বা 'ছ' পরে থাকলে 'ত্' ও 'দ্' স্থলে 'চ্' হয়। যেমন—সচ্চরিত্র (সৎ+চরিত্র), উচ্ছেদ (উৎ+ছেদ) ইত্যাদি।

৪ 'জ' বা 'ঝ' পরে থাকলে 'ত্' ও 'দ্' স্থলে 'জ্' হয়। উজ্জ্বল (উৎ+জ্বল), জগজ্জন (জগৎ+জন), যাবজ্জীবন (যাবৎ+জীবন), তজ্জন্য (তদ্+জন্য), কুজ্ঝটিকা (কুৎ+ঝটিকা) ইত্যাদি।

৫ 'শ' পরে থাকলে 'ত' বর্গের বর্ণের স্থানে 'চ্' হয় এবং উক্ত 'চ' ও 'শ' একত্রে 'চ্ছ'-এ রূপান্তরিত হয়। যেমন—উচ্ছৃঙ্খল (উৎ+শৃঙ্খল), চলচ্ছক্তি (চলৎ+শক্তি), উচ্ছ্বাস (উৎ+শ্বাস) ইত্যাদি।

৬ স্বরবর্ণের পরে 'ছ' যুক্ত হলে, 'ছ' স্থানে 'চ্ছ' সংযুক্ত হয়। যেমন—পরিচ্ছেদ (পরি+ছেদ), তরুচ্ছায়া (তরু+ছায়া), বিচ্ছেদ (বি+ছেদ) ইত্যাদি।

৭ 'উৎ' উপসর্গের পরে 'স্থা' ধাতু থাকলে উক্ত ধাতুর 'স'-কার লোপ পায়। যেমন—উত্থান (উৎ+স্থান), উত্থাপন (উৎ+স্থাপন) ইত্যাদি।

৮ 'ম' পরে থাকলে 'ত্' স্থলে 'ন্' হয়। যেমন—চিৎ+ময়=চিন্ময়, মৃৎ+ময়=মৃন্ময়।

স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন

১ তৎসম (সংস্কৃত) পুরুষবাচক শব্দের পরে নিম্নলিখিত প্রত্যয়যোগে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়।

-'আ' যোগে ঃ প্রাচীনা, মহাশয়া, প্রবীণা, নবীনা, সরলা, সেবকা (বাংলায় প্রচলিত 'সেবিকা'), মৃতা, জীবিতা, সুশীলা, সুলোচনা, প্রথমা, দ্বিতীয়া ইত্যাদি।

-'আনী' যোগে ঃ সাধারণত পত্নী অর্থে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়—ইন্দ্রাণী, মাতুলানী, শিবানী ইত্যাদি।

-'ইকা' যোগে ঃ সাধারণত 'অক' প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে 'অক' স্থানে 'ইকা' হয়। যেমন—নায়িকা, গায়িকা, অধ্যাপিকা, পাচিকা, লেখিকা, পরিচালিকা। [বাংলায় ক্ষুদ্রার্থেও এই 'ইকা' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়—নাটিকা, পুস্তিকা, মালিকা, চয়নিকা ইত্যাদি।]

-'ঈ' যোগে ঃ কুমারী, কিশোরী, নর্তকী, দৌহিত্রী, পিতামহী, বুদ্ধিমতী, ভাগ্যবতী, ষোড়শী ইত্যাদি। [কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন শব্দের উত্তরপদ অঙ্গবাচক হলে, আ/ঈ প্রত্যয় বিকল্পে ব্যবহৃত হয়—সুকেশী/সুকেশা, সুকণ্ঠী/সুকণ্ঠা, বিম্বোষ্ঠী/বিম্বোষ্ঠা ইত্যাদি।]

-'ইনী' যোগে ঃ 'ইন্' প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে স্ত্রীলিঙ্গে 'ইনী' (ইন+ঈ) হয়। যেমন—হস্তিনী, বিদেশিনী, বিনোদিনী, কামিনী, দুঃখিনী, যোগিনী ইত্যাদি। স্ত্রীবাচক এসব শব্দের উপান্তে 'ই-কার' বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলায় এই 'ইনী' প্রত্যয়ের সাদৃশ্যে 'ইন্' ভাগান্ত নয় এমন শব্দের শেষে 'ইনী' প্রত্যয় যুক্ত হয়—পাগলিনী, রজকিনী, বাঘিনী ইত্যাদি।

বাংলায় স্ত্রীবাচক কোন কোন তৎসম শব্দের পরেও আবার অনাবশ্যকভাবে স্ত্রীবাচক প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—অভাগিনী, ননদিনী, গোপিনী।

-'বিনী' যোগে ঃ 'বিন্' প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে 'দীর্ঘ ঈ' যোগে 'বিন্' স্থলে 'বিনী' হয়। যেমন—যশস্বিনী, তেজস্বিনী, মায়াবিনী, মেধাবিনী ইত্যাদি।

-'ত্রী' যোগে ঃ 'তৃ' বা প্রথমায় 'তা' প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গে -'ত্রী' যুক্ত হয়। কর্তা-কর্ত্রী, দাতা-দাত্রী।

-'অতী' যোগে ঃ 'শতৃ', বা '-অৎ' প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে 'ঈ' যোগে 'অত' স্থলে 'অতী' হয়। যেমন—সতী, মহতী, সুদতী ইত্যাদি।

২ '-বৎ', '-মৎ', '-ইয়স্' বা '-বান্', '-মান্', 'ঈয়ান্' প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বতী, মতী, ঈয়সী হয়। যেমন—ধনবতী, গুণবতী, রূপবতী, শ্রীমতী, আয়ুষ্মতী, গরীয়সী, প্রেয়সী ইত্যাদি।

৩ কোন কোন পুরুষবাচক শব্দ থেকে বিশেষ নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন—সম্রাট-সম্রাজ্ঞী, যুবক-যুবতী, রাজা-রানী, নর-নারী, বন্ধু-বান্ধবী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, স্বামী-স্ত্রী, সভাপতি-সভানেত্রী, পতি-পত্নী ইত্যাদি। সংস্কৃতে 'সভাপতি' পুরুষ ও স্ত্রী-বাচক হলেও বাংলায় সভাপতি পুরুষবাচক শব্দ এবং সভানেত্রী স্ত্রীবাচক শব্দ।

৪ কতকগুলি তৎসম শব্দ নিত্যস্ত্রীবাচক শব্দরূপে পরিচিত, যার কোন পুরুষবাচক রূপ নেই। যেমন—বিধবা, অন্তঃসত্ত্বা, অরক্ষণীয়া, সপত্নী, কুলটা, অর্ধাঙ্গী ইত্যাদি।

বহুবচনজ্ঞাপক শব্দাবলী

১ বাংলায় নামের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ সংস্কৃত থেকে গৃহীত। এগুলি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সঙ্গেই যুক্ত হয়, তদ্ভব বা দেশী শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় না। যেমন—আম্রসমূহ, কিন্তু আমগুলো/আমগুলি ; বালকবৃন্দ, কিন্তু ছেলেরা/ছেলেগুলি। রা, গুলো, গুলি, দিগ, দিগকে, দিগে (বর্তমানে অপ্রচলিত) ইত্যাদি বাংলা বহুবচনের চিহ্ন।

২ সংস্কৃত থেকে গৃহীত বহুবচনজ্ঞাপক শব্দাবলীর কোনটি প্রাণিবাচক এবং কোনটি অপ্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

-আবলী/আবলি (অপ্রাণিবাচক)—রত্নাবলী, চিত্রাবলী, নক্ষত্রাবলী।

-কুল (প্রাণিবাচক)—অলিকুল, পক্ষিকুল।

-গণ (প্রাণিবাচক, বিশেষত দেবতা ও মনুষ্যবাচক)—নরগণ, দেবতাগণ, জনগণ।

-গ্রাম (অপ্রাণিবাচক)—ইন্দ্রিয়গ্রাম, গুণগ্রাম।

-চয় (অপ্রাণিবাচক)—ফুলচয়।

-জন (প্রাণিবাচক)—বিদ্বজ্জন, পণ্ডিতজন।
-দাম (অপ্রাণিবাচক)—লতাদাম, অলকদাম।
-নিকর (অপ্রাণিবাচক)—কমলনিকর, তরঙ্গনিকর।
-নিচয় (সাধারণ)—তরঙ্গনিচয়, পর্বতনিচয়, পশুনিচয়।
-মণ্ডল (অপ্রাণিবাচক)—মেঘমণ্ডল, পর্বতমণ্ডল, গগনমণ্ডল।
-মণ্ডলী (প্রাণিবাচক)—ভদ্রমণ্ডলী, শিক্ষকমণ্ডলী।
-মালা (অপ্রাণিবাচক)—নক্ষত্রমালা, মেঘমালা।
-রাজি (অপ্রাণিবাচক)—বৃক্ষরাজি, তরুরাজি।
-লোক (প্রাণিবাচক)—মূর্খলোক, গুণিলোক।
-বর্গ (প্রাণিবাচক)—নেতৃবর্গ, রাজন্যবর্গ।
-বৃন্দ (প্রাণিবাচক)—সভ্যবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ।
-সকল (সাধারণ)—মনুষ্যসকল, পর্বতসকল।
-সভা (প্রাণিবাচক)—পণ্ডিতসভা, লোকসভা।
-সমুচয় (সাধারণ)—পর্বতসমুচয়।
-সমূহ (সাধারণ)—বৃক্ষসমূহ, ছাত্রসমূহ।

এ ছাড়াও অপ্রাণিবাচক শব্দে কিছু বহুবচনবোধক শব্দ যুক্ত হয়। যেমন—'গুচ্ছ', 'পুঞ্জ', 'রাশি' (কবিতাগুচ্ছ, তারকাপুঞ্জ, ফেনরাশি ইত্যাদি)।

সংখ্যাবাচক শব্দ, 'বহু', 'অনেক', 'একাধিক', 'সর্ব', 'সব', 'সকল' প্রভৃতি বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ বাংলায় বিশেষ্যের পূর্বেও বসে। যেমন—'সব পাখি ঘরে আসে', 'সকল ছাত্র উপস্থিত ছিল'। বিশেষ্যের পূর্বে একবার বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হলে পরে বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ-প্রয়োগ অশুদ্ধ। যেমন—সব পাখিরা, সকল ছাত্রগণ।

৩ সংস্কৃত ভাষার নিয়মানুসারে 'ইন্' ভাগান্ত প্রাতিপদিক রূপের প্রত্যয় বা সমাস হয়। যেমন, গুণিন্ শব্দের সঙ্গে বহুবচনবাচক শব্দ যুক্ত হয়ে হয় গুণিগণ। এ ভাবেই তৈরি হয় মন্ত্রিগণ, পক্ষিজগৎ, প্রাণিজগৎ, মন্ত্রিসভা ইত্যাদি। সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসারে অসিদ্ধ হলেও আধুনিক বাংলায় গুণীগণ, মন্ত্রীগণ, মন্ত্রীসভা, প্রাণীজগৎ, পক্ষীশাবক প্রভৃতি বিকল্পরূপ প্রচলিত। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টো-

পাধ্যায়ের মতে খাঁটি বাংলা ভাষার দিক দিয়ে বিচার করলে এই বানান ভুল বলে নাও ধরা যেতে পারে। তবে তিনি পদদ্বয়ের মধ্যে সংযোজক চিহ্ন দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন, যেমন—নেতা-গণ গুণী-গণ। অনেক তৎসম শব্দের সঙ্গে বাংলা বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ -'দিগের', -'রা', -'গুলি' প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়। যেমন—মন্ত্রীদিগের, মন্ত্রীদের, ধনীরা, পক্ষীগুলি ইত্যাদি।

বিশেষ্য বিশেষণ পদগঠন

১ (ক) সংস্কৃত 'ইন্'-ভাগান্ত শব্দ বাংলায় ঈ-কারান্ত শব্দ হয়। যেমন—গুণী (গুণিন্), দায়ী (দায়িন্), স্থায়ী (স্থায়িন্), শশী (শশিন্), হস্তী (হস্তিন্), প্রতিযোগী (প্রতিযোগিন্), বিলাসী (বিলাসিন্) ইত্যাদি।

(খ) 'ইন্'-ভাগান্ত শব্দের প্রাতিপদিক রূপের সঙ্গে 'ত্ব' বা 'তা' যোগে গুণবাচক বিশেষ্যপদ গঠিত হয়। অর্থাৎ ইন্-এর 'ন্' লোপ পায় এবং ই-কারের সঙ্গে 'তা' যুক্ত হয়। যেমন—প্রতিযোগী—প্রতিযোগি+তা=প্রতিযোগিতা ; সহযোগী—সহযোগি+তা=সহযোগিতা। অনুরূপ উপযোগী—উপযোগিতা ; উপকারী—উপকারিতা ; বিলাসী—বিলাসিতা ; স্বেচ্ছাচারী—স্বেচ্ছাচারিতা ; প্রতিদ্বন্দ্বী—প্রতিদ্বন্দ্বিতা ; দায়ী—দায়িত্ব ; স্থায়ী—স্থায়িত্ব।

২ 'ত'-এর মতো 'ত্ব' যোগেও গুণবাচক বিশেষ্য পদ গঠিত হয়। যেমন—কবিত্ব (কবি+ত্ব), লঘুত্ব, গুরুত্ব, দেবত্ব, পশুত্ব, মনুষ্যত্ব, প্রাচীনত্ব, ঘনত্ব, নারীত্ব, অস্তিত্ব, কঠিনত্ব ইত্যাদি। যে-শব্দের শেষে 'ৎ' থাকে, তার সঙ্গে যদি 'ত্ব' প্রত্যয় যুক্ত হয়, তবে শব্দ শেষে 'ত্ত্ব' (ৎ+ত্ব=ত্ত্ব) হয়। যেমন—মহত্ত্ব (মহৎ+ত্ব), তত্ত্ব, বৃহত্ত্ব, সত্ত্ব ইত্যাদি।

৩ গুণ বা অবস্থাবাচক বিশেষ্য পদের সঙ্গে 'তা' বা 'ত্ব' যোগ করলে ভুল হয়। যেমন—উৎকর্ষতা, অপকর্ষতা, সৌজন্যতা, সখ্যতা, প্রসারতা, অজ্ঞানতা, অপ্রতুলতা, স্থৈর্যতা, ভারসাম্যতা, ধৈর্যতা, গাম্ভীর্যতা ইত্যাদি। এ শব্দগুলি প্রত্যয় দ্বিত্ব দোষে অশুদ্ধ। উনিশ শতকের

প্রথম দশকে রচিত কেরীর বাংলা ভাষার ব্যাকরণেও এই অশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

এ জাতীয় ভুলের আরও কিছু উদাহরণ—চাতুর্যতা, দারিদ্র্যতা, প্রসারতা, বৈশিষ্ট্যতা, মৌনতা, সৌন্দর্যতা।

৪ ইচ্ছা বা অভিলাষ অর্থে 'স' (-সন্) প্রত্যয় যোগে বিশেষ্য পদ গঠিত হয়ে থাকে। ষত্ব-বিধান অনুযায়ী অ-কার এবং আ-কারের পরে 'স'-এর সঙ্গে আ-কার বসে এবং অ-কার আ-কার ভিন্ন অন্য স্বরের সঙ্গে 'স-আ-কারের' পরিবর্তে 'ষ-আ-কার' ব্যবহৃত হয়। যেমন—অ-কার, আ-কারের পর : ভরসা, লালসা, জিজ্ঞাসা, পিপাসা ইত্যাদি। অ-কার, আ-কার ভিন্ন অন্য স্বরের পর : জিজীবিষা, বিবমিষা, জিগীষা, তৃষা, অপচিকীর্ষা, উপচিকীর্ষা ইত্যাদি। বিশেষণ রূপে জিজীবিষু, অপচিকীর্ষু, উপচিকীর্ষু ইত্যাদি। অ-কার, আ-কার ভিন্ন অন্যস্বর এবং স-আ-কারের মধ্যে অন্য কোন বর্ণ থাকলে ষত্ব-বিধান কার্যকর হয় না। যেমন :লিপ্সা, বীপ্সা, জুগুপ্সা, হিংসা, অনুসন্ধিৎসা ইত্যাদি।

৫ ইচ্ছা বা অভিলাষ অর্থেও 'ক্ষা' (সং সন্+স্ত্রীলিঙ্গে আ) প্রত্যয়-অন্ত বিশেষ্য পদ গঠিত হয়। যেমন—তিতিক্ষা, বুভুক্ষা, মুমুক্ষা, দিদৃক্ষা ইত্যাদি। বিশেষণরূপে তিতিক্ষু, মুমুক্ষু, দিদৃক্ষু ইত্যাদি।

৬ -কাঙক্ষ্ ধাতু থেকে উদ্ভূত 'আকাঙক্ষা'র কোন বিকল্প বানান নেই। 'ঙ'-এর পরিবর্তে 'অনুস্বার' অথবা 'ক্ষ'-র পরিবর্তে 'খ' ব্যবহার অসিদ্ধ।

৭ অপকর্ষ অর্থে পদের আদিতে দু (দুঃ উপসর্গ যোগে) যুক্ত হলে বানানের সর্বত্র 'দু' থাকবে। যেমন—দুর্দিন, দুর্লভ, দুর্জন, দুরন্ত, দুর্নাম, দুর্দশা ইত্যাদি।

৮ ব্যবধান বা অন্তর অর্থে পদের আদিতে 'দূর' যুক্ত হলে বানানের সর্বত্র 'দূ' থাকবে। যেমন—দূরদৃষ্টি, দূরবীক্ষণ, দূরালাপনী, দূরদর্শী, দূরবর্তী ইত্যাদি।

৯ 'য' বা 'য-ফলা' [ষ্য]-যোগে গুণবাচক বিশেষ্য পদ গঠিত হলে সাধারণত প্রথম স্বরের গুণ বা বৃদ্ধি ঘটে। যেমন, দরিদ্র—দারিদ্র্য (অ > আ), বিচিত্র—বৈচিত্র্য (ই > ঐ) ; বিশিষ্ট—বৈশিষ্ট্য (ই > ঐ), উজ্জ্বল —ঔজ্জ্বল্য (উ > ঔ), উচিত—ঔচিত্য (উ > ঔ) ইত্যাদি।

দ্বিত্ব বর্জনের প্রেরণায় এই বিশেষ্য পদগুলির য-ফলা বর্জনেরও প্রবণতা আধুনিক বাংলায় লক্ষ্য করা যায় (যেমন, দারিদ্র, বৈচিত্র)। অভিধানেও এরূপ বিকল্প বানান স্থান পাচ্ছে। যেহেতু এই য-ফলা প্রত্যয়-জ্ঞাপক য-ফলা, সেকারণে এগুলি বর্জন না করাই বাঞ্ছনীয়।

১০ 'ক' বা 'ইক' [সংস্কৃত ব্যাকরণে ঠক্ ও ঠঞ্] যোগে বিশেষণ পদ গঠিত হলে সাধারণত প্রথম স্বরের গুণ বা বৃদ্ধি ঘটে। যেমন, 'অ' > 'আ' ; সংবাদ+ইক্=সাংবাদিক ; শরীর+ইক্=শারীরিক ; প্রদেশ+ইক=প্রাদেশিক।

প্রথম স্বরে 'আ' থাকলে তার কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন, মানব—মানবিক, দানব—দানবিক, মাস—মাসিক।

ই > ঐ ; ইহ > ঐহিক ; ইচ্ছা—ঐচ্ছিক। দিন—দৈনিক, বিদেশ—বৈদেশিক ;

ঈ > ঐ ; ঈশ্বর—ঐশ্বরিক, চীন--চৈনিক, নীতি—নৈতিক।

উ > ঔ ; উপন্যাস—ঔপন্যাসিক ; উপনিবেশ—ঔপনিবেশিক ; পুরাণ —পৌরাণিক ; মুখ—মৌখিক।

ঊ > ঔ ; ভূগোল—ভৌগোলিক ; ভূত—ভৌতিক ; মূল—মৌলিক ;

এ > ঐ ; এক—ঐকিক ; দেব—দৈবিক ; বেতন—বৈতনিক।

ও > ঔ ; লোক—লৌকিক ; যোগ—যৌগিক।

এই নিয়ম অনুসারে গঠিত হয়—আভ্যন্তরিক, প্রাশাসনিক, সার্বজনিক। ব্যাকরণসিদ্ধ নয়, তবু প্রাশাসনিক-এর পরিবর্তে প্রশাসনিক বহুল প্রচলিত। অনুরূপ প্রচলিত অসিদ্ধ রূপ—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমসাময়িক। ইক্ প্রত্যয়ান্ত শব্দে দ্বিতীয় স্বরের বৃদ্ধি হয় না, আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়। তাই এ-শব্দগুলির শুদ্ধরূপ হবে আর্থনীতিক, রাজনীতিক, সামসময়িক, প্রাশাসনিক ইত্যাদি।

১১ —'ঈ' [খ বা খঞ্] প্রত্যয়যোগে গঠিত বিশেষণ পদে দুটি নিয়ম প্রচলিত ঃ

(ক) ঈন্ [খ] যোগে গঠিত শব্দে প্রথম স্বরের বৃদ্ধি হয় না। যেমন—সর্বজনীন, বিশ্বজনীন, অভ্যন্তরীণ।

(খ) ঈন্ [খঞ্] যোগে গঠিত শব্দে প্রথম স্বরের বৃদ্ধি হয়। যেমন—সার্বজনীন, বৈশ্বজনীন, আভ্যন্তরীণ।

১২ 'ইক' প্রত্যয়ান্ত শব্দে দুটি পদের মিলন হলে কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় পদেই স্বর-বৃদ্ধি ঘটে। যেমন—পরলোক—পারলৌকিক, অধি-দেব—আধিদৈবিক, অধিভূত—আধিভৌতিক।

১৩ ভুলক্রমে বিশেষণ পদকে পুনরায় বিশেষণ করার প্রবণতায় কিছু অশুদ্ধ শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। এমন পদগঠন বর্জনীয়। যেমন, সচিত্রিত (চিত্রিত অথবা সচিত্র শুদ্ধ বিশেষণ পদ), সলজ্জিত (লজ্জিত অথবা সলজ্জ), সশঙ্কিত (শঙ্কিত অথবা সশঙ্ক), সচেষ্টিত (চেষ্টিত অথবা সচেষ্ট), একত্রিত (একত্র)।

১৪ একই অর্থে একাধিক শব্দ, উপসর্গ বা প্রত্যয়ের প্রয়োগ অসিদ্ধ। এ জাতীয় অশুদ্ধ প্রয়োগের উদাহরণ—সময়কাল, কেবলমাত্র, শুধুমাত্র, সুস্বাগত (সু+আগত=স্বাগত), সুস্বাস্থ্য (সুস্থ+য=স্বাস্থ্য) ইত্যাদি।

১৫ 'জানা' অর্থে 'বিদ্' ধাতু যোগে বিভিন্ন পদ গঠিত হয়ে থাকে।

যেমন—ভাষাবিদ (যিনি ভাষা জানেন),
বিজ্ঞানবিদ (যিনি বিজ্ঞান জানেন),
ইতিহাসবিদ (যিনি ইতিহাস জানেন),
ভূগোলবিদ (যিনি ভূগোল জানেন),
ভাষাতত্ত্ববিদ (যিনি ভাষাতত্ত্ব জানেন)।

সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক অর্থে 'ইক' প্রত্যয় যোগে বিশেষণ পদ গঠিত হয়ে থাকে। যেমন—ঐতিহাসিক (ইতিহাস-সম্বন্ধীয়), ভৌগোলিক (ভূগোল-বিষয়ক), ভাষাতাত্ত্বিক (ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক), বৈজ্ঞানিক (বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয়), আর্থনীতিক (অর্থনীতি-সম্বন্ধীয়)।

'বিদ্ বা বিশারদ' অর্থেও এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন—ইতিহাসবিদ অর্থে ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানবিদ বা বিজ্ঞানী অর্থে বৈজ্ঞানিক। এই প্রয়োগ ব্যাকরণসিদ্ধ নয়, কিন্তু প্রচলিত।

১৬ '-কর' প্রত্যয় যোগে (জনক, দায়ক, কারক, উপযোগী ইত্যাদি অর্থে) বিশেষণ পদ গঠিত হয়। যেমন—মঙ্গলকর, অর্থকর, কার্যকর, হিতকর ইত্যাদি।

এই শব্দসমূহের সাথে কখনও কখনও স্ত্রীবাচক '-ঈ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—হিতকরী, অর্থকরী, কার্যকরী ইত্যাদি। সংস্কৃত ব্যাকরণে এই জাতীয় শব্দে স্ত্রীবাচক প্রত্যয় ব্যবহার সিদ্ধ হলেও বাংলায় এ জাতীয় শব্দ স্ত্রীবাচক প্রত্যয় ছাড়াই বিশেষণরূপে ব্যবহারযোগ্য।

১৭ '-ভূত' যোগে (হয়েছে, করা হয়েছে ইত্যাদি অর্থে) বিশেষণ পদ গঠিত হয়। যেমন—অভিভূত, দৃঢ়ীভূত, অঙ্গীভূত, পরাভূত ইত্যাদি। এখানে 'ভূত' শব্দে ঊ-কার অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, অদ্ভুত শব্দে উ-কার ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া সকল 'ভূত' শব্দে -ঊ-কার অপরিহার্য। যেমন— উদ্ভূত, অভূত, কিম্ভূত, ভূত ইত্যাদি।

১৮ '-কৃত' যোগে (করা হয়েছে এমন অর্থে) বিশেষণ পদ গঠিত হয়ে থাকে, যেমন—দায়ীকৃত, স্থিরীকৃত, দৃঢ়ীকৃত, দূরীকৃত ইত্যাদি। এখানে '-কৃতে'র পূর্বে ঈ-কার ব্যবহৃত হয়।

১৯ উৎকর্ষ-অপকর্ষের তারতম্য বোঝানোর জন্য তৎসম শব্দের সঙ্গে '-তর' বা '-ঈয়স্' এবং '-তম' বা '-ইষ্ঠ' প্রত্যয় যোগ করা হয়। '-ইষ্ঠ' যোগে গঠিত শব্দের উদাহরণ—কনিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, লঘিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, পাপিষ্ঠ ইত্যাদি। বহুর মধ্যে আধিক্যবাচক এই শব্দগুলির সঙ্গে অনেকে '-তর' '-তম' প্রত্যয় ব্যবহার করে থাকেন। যেমন—শ্রেষ্ঠতর / শ্রেষ্ঠতম, কনিষ্ঠতর / কনিষ্ঠতম, বলিষ্ঠতর / বলিষ্ঠতম, ইত্যাদি। এ জাতীয় প্রয়োগ অশুদ্ধ।

২০ 'ইষ্ঠ'-এর মতো '-স্থ' প্রত্যয় যোগেও কিছু পদ গঠিত হয়। 'অবস্থান বা থাকা' অর্থে, 'স্থা' ধাতুর সঙ্গে অন, আ, উ প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'স্থ' হয়। যেমন—

প্রতি+স্থা+অন=প্রতিষ্ঠান,
গো+স্থ+উ=গোষ্ঠ,
সু+স্থ+উ=সুষ্ঠু।

এ জাতীয় শব্দের উদাহরণ—কুষ্ঠ, নিষ্ঠ, নিষ্ঠা, নিষ্ঠুর, প্রতিষ্ঠা, সৌষ্ঠব ইত্যাদি।

২১ 'ষ' বর্ণ অন্তে আছে এমন ধাতুর সঙ্গে '-থ' প্রত্যয় যুক্ত হলেও 'ষ্ঠ' হয়। যেমন—কুষ্+থ—কোষ্ঠ। অনুরূপ উদাহরণ—কোষ্ঠী, গোষ্ঠি, পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠা, ষষ্ঠ, ষষ্ঠী ইত্যাদি।

২২ অনেকে 'ষ্ঠ স্থলে 'ষ্ট' অথবা 'ষ্ট' স্থলে 'ষ্ঠ' লিখে থাকেন। এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য 'ষ্ট'-এর গঠনপ্রকৃতি জানা দরকার। সাধারণত 'শ' বা 'ষ' বর্ণ অন্তে আছে এমন ধাতুর সঙ্গে 'ত' বা 'ক্ত' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'ষ্ট' [ক্ত] বা 'ষ্টি' [ক্তি] প্রভৃতি হয়। যেমন—দৃষ্ট—দৃশ্+ত (ক্ত), কৃষ্টি—কৃষ্+তি (ক্তিন), উপবিষ্ট—উপ+বিশ্+ত (ক্ত) ইত্যাদি। এ জাতীয় কিছু শব্দের উদাহরণ—অনিষ্ট, যথেষ্ট, কষ্টি, যষ্টি, সমষ্টি, ভ্রষ্ট, ইষ্ট ইত্যাদি।

২৩ 'স্ত' এবং 'স্থ'-এর মধ্যেও বানান বিভ্রাট ঘটে থাকে। সাধারণত গ্রস্ (গ্রাস অর্থে) ধাতুর সঙ্গে 'ত' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'স্ত' হয়। যেমন—অভাবগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত, বিপর্যস্ত, সন্ত্রস্ত ইত্যাদি।

২৪ 'স্থা' ধাতুর সঙ্গে (থাকা অর্থে) 'অ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'স্থ' হয়। যেমন—অভ্যন্তরস্থ, কণ্ঠস্থ, গৃহস্থ, সুস্থ ইত্যাদি।

২৫ 'জ্বল' ধাতুর সমন্বয়ে গঠিত পদে 'জ'-এর সঙ্গে 'ব'-ফলা অপরিহার্য। যেমন—উজ্জ্বল, প্রজ্বলিত, সমুজ্জ্বল, গৌরবোজ্জ্বল, জ্বলন্ত ইত্যাদি। নামধাতু 'জল' সহযোগে গঠিত শব্দসমূহে 'ব'-ফলা ব্যবহার অসিদ্ধ। যেমন—নির্জল, সজল, জলজ্যান্ত, জলদস্যু, কজ্জল (কদ্+জল) প্রভৃতি বানান 'ব'-ফলা বর্জিত।

২৬ 'গণনা' অর্থে 'গণ্' ধাতুর সহযোগে গঠিত সব শব্দেই 'ণ' অপরিহার্য। যেমন—গণক, গণনা, গণিত, গণৎকার, গণনীয়, গণ্য ইত্যাদি।

২৭ 'সমূহ' অর্থবাচক 'গণ্' ধাতুর সহযোগে গঠিত যাবতীয় শব্দেও 'ণ' অবশ্যব্যবহার্য। যেমন—গণতন্ত্র, গণশক্তি, গণনায়ক, গণ-প্রজাতন্ত্র, গণদেবতা, গণসঙ্গীত, গণিকা ইত্যাদি।

২৮ কর্তৃবাচ্যের কতিপয় ধাতুর এবং কর্মবাচ্যের সমস্ত ধাতুর পরে মান্ বা মাণ্ (শানচ্) প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিভিন্ন শব্দ গঠিত হয়। যেমন—কর্তৃবাচ্যে—বর্তমান, বর্ধমান, বিদ্যমান, ম্রিয়মাণ।
কর্মবাচ্যে—দীপ্যমান, সজ্যমান, ভ্রাম্যমাণ।

২৯ 'মান্' বা 'বান্' প্রত্যয় যোগে কোন কোন বিশেষ্য পদ বিশেষণে রূপান্তরিত হয়। 'আছে' অর্থে 'মান্' (মৎ) প্রত্যয় 'ই', 'উ' স্বরান্ত শব্দের পরে যুক্ত হয়। যেমন—শক্তিমান, রুচিমান, বুদ্ধিমান, কৃষ্টিমান, ধীমান ইত্যাদি। সংস্কৃতিবান, রুচিবান, কৃষ্টিবান প্রচলিত হলেও 'আছে' অর্থে 'বান' (বৎ) প্রত্যয় অ-কার/আ-কার যুক্ত শব্দের পরে বসে—ফলবান, পুণ্যবান, জ্ঞানবান, রূপবান ইত্যাদি।

৩০ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের অন্তে বা মধ্যে 'ৎ' আছে। এই 'ৎ'-এর কোন বিকল্প বানান নেই। 'ত্' সিদ্ধ নয়। সাধারণত পদের অন্তে 'ৎ' এবং 'ত'-এ বিশেষ বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়।

ক) যা চলে বা ঘটে তার জন্য এবং ভবিষ্যতে চলবে বা ঘটবে এই অর্থে 'ক্বিপ্' বা 'স্যাত' প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন শব্দের অন্তে 'ৎ' বসে।

যা ঘটে, যা চলে বা যা হয়, এই অর্থে ক্বিপ বা 'ৎ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—সভ্যজিৎ, ইন্দ্রজিৎ, জগৎ, বিশ্বজিৎ, রণজিৎ, তড়িৎ, উপনিষৎ ইত্যাদি।

যা ঘটবে, বা হবে বা হতে থাকবে সে অর্থে 'স্যত' (ৎ) প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—ভবিষ্যৎ।

'ৎ' প্রত্যয়ান্ত কোন কোন শব্দে 'ৎ'-র বিকল্প 'দ্' হয়। যেমন—পর্ষৎ/পর্ষদ, উপনিষৎ/উপনিষদ, বিপৎ/বিপদ। এই সব শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠী বা সপ্তমী বিভক্তি (এর, এ) যুক্ত হলে শুধু 'দ' ব্যবহৃত হয়। যেমন—পর্ষদের, উপনিষদে, বিপদে ইত্যাদি। যেসব শব্দে

'ৎ'এর কোন বিকল্প নেই, সেখানে ষষ্ঠী বা সপ্তমী বিভক্তি যোগ করলে 'ৎ'-এর পরিবর্তে 'ত' হয়। যেমন—সাক্ষাতে, জগতে, তড়িতে ইত্যাদি।

খ) সংস্কৃত 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে সর্বদা 'ত' বসে। যা হয়ে গেছে বা অতীত, তা বোঝানোর জন্য এই 'ত' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। শিক্ষিত, অর্জিত, মোহিত, বিহিত, চলিত, উচিত, কুৎসিত ইত্যাদি।

শব্দের অপপ্রয়োগের কারণ

[শব্দপ্রয়োগের নিয়ম জানা থাকলে অপপ্রয়োগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। নিম্নে শব্দের অপপ্রয়োগের কিছু উদাহরণ কারণসহ তুলে ধরা হল।]

অজ্ঞানতা—অজ্ঞতা অর্থে প্রয়োগ অশুদ্ধ। অজ্ঞানতা শব্দের প্রকৃত অর্থ জ্ঞানশূন্যতা।

অশ্রুজল—চোখের জল অর্থে ব্যবহার অসিদ্ধ। অশ্রু অর্থই চোখের জল।

আঙ্গিক—অর্থ অঙ্গ-সম্বন্ধীয়। কলাকৌশল অর্থে প্রয়োগ ভুল।

আয়ত্তাধীন—আয়ত্ত শব্দের অর্থই অধীন। আয়ত্তের পর অধীন ব্যবহার বাহুল্য।

অপোগণ্ড—প্রকৃত অর্থ নাবালক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। অপদার্থ, অকর্মণ্য অর্থে প্রয়োগ অশুদ্ধ।

অধীনস্থ—শুদ্ধ প্রয়োগ অধীন।

আকণ্ঠ পর্যন্ত—আকণ্ঠ শব্দই কণ্ঠ পর্যন্ত বোঝায়। পর্যন্ত এখানে বাহুল্য।

আন্তর্জাতিক—জাতির অন্তর্গত বা জাতির আভ্যন্তরিক বিষয়-সম্পর্কিত। বিভিন্ন জাতি-সংক্রান্ত বা সার্বজাতিক অর্থে প্রয়োগ অশুদ্ধ হলেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

আশ্চর্য—মূল অর্থ বিস্ময়কর। বিস্মিত অর্থে ব্যবহার প্রচলিত হলেও ভুল, শুদ্ধ রূপ আশ্চর্যান্বিত।

ইদানীংকালে—ইদানীং অর্থ বর্তমান কাল, এর সঙ্গে কাল যোগ করা বাহুল্য।

কর্মব্যপদেশে—কাজের ছুতায়। কর্মসূত্রে অর্থে প্রয়োগ ভুল।

কর্তৃপক্ষগণ—কর্তৃপক্ষ শব্দটি বহুবচনবাচক। অর্থ পরিচালকগণ, শাসকগণ। অতএব 'গণ' প্রয়োগ বাহুল্য ও অশুদ্ধ।

খাঁটি গরুর দুধ—কথাটি অর্থহীন। শুদ্ধ রূপ গরুর খাঁটি দুধ।

কার্যকরী—কার্যকর অর্থই উপযোগী বা ফলদায়ক। 'ঈ'-কার বাহুল্য।

কৃচ্ছ্রতা—কৃচ্ছ্র শব্দের অর্থ শারীরিক ক্লেশ, কষ্টসাধ্য ব্রত।—'তা' প্রত্যয় যোগ অশুদ্ধ।

জন্মবার্ষিকী—জন্মবার্ষিক শব্দই যথেষ্ট। অকারণ স্ত্রী-প্রত্যয়-যোগ বহুল-প্রচলিত হলেও অশুদ্ধ।

জাতীয়করণ/রাষ্ট্রীয়করণ—ইংরেজী nationalization -এর বাংলা অনুবাদ। প্রতিশব্দ। জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রীয়করণ বলতে জাতি বা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তিকরণ বোঝায়। রাষ্ট্রীয় বা সরকারী তত্ত্বাবধানে আনা বোঝায় না। কাজেই রাষ্ট্রায়ত্ত করা অথবা সরকারী করা ইত্যাদি ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

তৎকালীন সময়—তৎকালীন অর্থ সেই সময়। 'তৎকালীন সময়' প্রয়োগ অশুদ্ধ।

ধূমপান নিষেধ—ইংরেজী smoking is prohibited -এর বাংলা অনুবাদ হিসেবে অশুদ্ধ। শুদ্ধ রূপ : ধূমপান করা নিষেধ অথবা ধূমপান নিষিদ্ধ।

পদক্ষেপ—অর্থ পদার্পণ বা পা ফেলা। ব্যবস্থা গ্রহণ অর্থে পদক্ষেপ শব্দটির প্রয়োগ প্রচলিত হলেও অশুদ্ধ।

পূর্বাহ্নে—পূর্বে বা আগে অর্থে ব্যবহৃত শব্দটি ভুল। পূর্বাহ্ণে অর্থ দিনের প্রথমভাগ বা সকালবেলা।

প্রামাণ্য—অর্থ প্রামাণিকতা বা বিশ্বস্ততা। এই বিশেষ্য শব্দটি প্রমাণ-সিদ্ধ, বিশ্বাসযোগ্য, প্রমাণিত বা প্রামাণিক (বিণ) অর্থে প্রয়োগ ভুল।

প্রেক্ষিত—মূল অর্থ যা প্রেক্ষণ বা দর্শন করা হয়েছে। পরিপ্রেক্ষিত (পটভূমি বা পারিপার্শ্বিক) অর্থে প্রেক্ষিত শব্দটির ব্যবহার অসিদ্ধ।

ফরাসীয়—ফরাসী শব্দের অর্থই ফরাসীদেশীয়। সুতরাং 'ঈয়' প্রত্যয় যোগে ফরাসীয় সাহিত্য প্রয়োগ অসিদ্ধ। অনুরূপ ভুল—রুশীয়, মার্কিনী ইত্যাদি।

ফলশ্রুতি—আভিধানিক অর্থ পুণ্যকর্ম করলে যে ফল হয় তার বিবরণ বা তা শোনা। ফল বা ফলাফল অর্থে প্রয়োগ অশুদ্ধ।

বমালসুদ্ধ—বমাল শব্দের অর্থই মালসমেত, সেক্ষেত্রে শেষের 'সুদ্ধ' শব্দাংশটি বাহুল্য।

ব্যক্তিত্ব—ব্যক্তি শব্দটি কর্তৃবাচক ও ব্যক্তিত্ব শব্দটি কর্মবাচক পদ। উভয়ই বিশেষ্য হলেও 'ব্যক্তি' অর্থে ব্যক্তিত্ব (ব্যক্তির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বা personality) শব্দটির প্রয়োগ অসিদ্ধ।

বৈদেহী/বিদেহী—বিদেহ শব্দের অর্থ দেহশূন্য বা অশরীরী। বিদেহ বিশেষণ, কিন্তু 'ঈ'-প্রত্যয় যোগে পুনরায় বিশেষণ করা হয়—'বিদেহী'। প্রচলিত হলেও 'বিদেহী' শব্দটি অশুদ্ধ। এই অর্থে 'বৈদেহী' শব্দটির প্রয়োগও ভুল।

ভাষাভাষী—ভাষা ব্যবহারকারী অর্থে ভাষীই যথার্থ ও যথেষ্ট। ভাষাভাষী প্রয়োগ বাহুল্য।

শায়িত—শায়িত শব্দের অর্থ 'শয়ন করানো হয়েছে এমন'। যিনি নিজে শুয়ে আছেন তাঁকে 'শয়ান' বলা হয়। শুয়ে আছেন অর্থে শায়িত শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত হলেও অশুদ্ধ।

স্বপরিবার/সপরিবার/সপরিবারে—'আপনি স্বপরিবার আমন্ত্রিত'—নিমন্ত্রণ-পত্রে এই ভুল বাক্যটি প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। 'স্বপরিবার' অর্থ নিজ পরিবার। সপরিবার শব্দটি বিশেষণ, অর্থ—'পরিবারসহ'। 'আপনি সপরিবার আমন্ত্রিত' বাক্যটি তাই শুদ্ধ। সংস্কৃতে 'সপরিবার' ক্রিয়া-বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাংলায় ক্রিয়া-বিশেষণরূপে 'সপরিবারে' ব্যাকরণ-সম্মত না হলেও প্রচলিত। যেমন—'আপনি সপরিবারে

আসিবেন'। অনুরূপ শব্দ— সবান্ধব (বিণ.)—সবান্ধবে (ক্রি-বিণ.)। একটি পরিবার অর্থে পরিবারবর্গ প্রয়োগ অশুদ্ধ।

সমৃদ্ধশালী/সম্পদশালী—সমৃদ্ধ (বিণ.) শব্দের অর্থ সম্পদশালী বা প্রাচুর্যযুক্ত।—'শালী' যোগ করে বিশেষণ পদ পুনরায় বিশেষণ করা অর্থহীন ও অশুদ্ধ। সম্পদ (বি.) বা সমৃদ্ধি (বি.)-র সঙ্গে 'শালী' যোগ করে বিশেষণ করা যায়। সম্পদ-শালী-র সঙ্গে-'ইনি' প্রত্যয়-যোগও (যেমন সম্পদশালিনী) ব্যাকরণসম্মত নয়। শস্যশালিনীও এ-জাতীয় ভুল (শুদ্ধরূপ শস্যশালী)।

শব্দের বানানগত অশুদ্ধি

[অশুদ্ধ অথচ বহুল প্রচলিত রূপ 'প্র' চিহ্নিত হল]

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অংক	অঙ্ক
অঙ্গীভুত	অঙ্গীভূত
অচিন্ত, অচিন্ত্যনীয়	অচিন্ত্য, অচিন্তনীয়
অঞ্জলী	অঞ্জলি
অতিত	অতীত
অতিথী	অতিথি
অত্যাধিক	অত্যধিক
অত্যান্ত	অত্যন্ত
অত্যাল্প	অত্যল্প
অত্যুক্তি	অত্যুক্তি
অদ্ভূত	অদ্ভুত
অদ্যপি	অদ্যাপি
অদ্যবধি	অদ্যাবধি
অধগতি	অধোগতি
অধিকরন	অধিকরণ
অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়
অধ্যুষিত	অধ্যুষিত
অনাটন	অনটন
অনিষ্ঠ (ক্ষতি অর্থে)	অনিষ্ট
অনুদিত	অনূদিত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনূকুল	অনুকূল
অনূবাদিত	অনুবাদিত
অনূভুতি, অনুভুতি	অনুভূতি
অন্তরেন্দ্রিয়	অন্তরিন্দ্রিয়
অন্তর্ভূক্ত	অন্তর্ভুক্ত
অন্তঃসত্তা, অন্তঃস্বত্বা	অন্তঃসত্ত্বা
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ
অপরিনত	অপরিণত
অপেক্ষমান (প্র)	অপেক্ষমাণ
অভ্যস্থ	অভ্যস্ত
অমৃতাক্ষর	অমিত্রাক্ষর
অশরিরী	অশরীরী
অসুয়া	অসূয়া
অস্পৃশ্য, অস্পৃস্য	অস্পৃশ্য
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
আকুতি	আকৃতি
আক্রমন	আক্রমণ
আগুণ	আগুন
আদিষ্ঠ	আদিষ্ট
আদ্যাক্ষর	আদ্যক্ষর
আদ্যান্ত	আদ্যন্ত
আর্নবিক	আর্ণবিক
আনুসাঙ্গিক, আনুষাঙ্গিক, আনুষঙ্গীক	আনুষঙ্গিক

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আবিস্কার	আবিষ্কার
আমানৎ	আমানত
আমাবস্যা	অমাবস্যা
আয়ত্ব, আয়ত্ত্ব	আয়ত্ত
আরাম্ভ	আরম্ভ
আশক্তি	আসক্তি
আশির্বাদ	আশীর্বাদ
আশীষ, আশীস	আশিস
আশ্বস্থ	আশ্বস্ত
আষ্পদ	আস্পদ
আহ্ুত (আহবান করা অর্থে)	আহৃত
আহ্নিক	আহ্নিক
ইদানিং	ইদানীং
ইয়ত্বা	ইয়ত্তা
ইষৎ	ঈষৎ
উচিৎ	উচিত
উচ্ছাসিত	উচ্ছ্বসিত
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
উজ্জল, উজবল	উজ্জ্বল
উত্যাক্ত	উত্ত্যক্ত
উত্তরসূরি, উত্তরসূরী	উত্তরসূরি, উত্তরসূরী
উত্তলন	উত্তোলন
উদ্গীরণ (প্র)	উদ্গিরণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
উদ্ভুত	উদ্ভূত
উপকারীতা	উপকারিতা
উপচার্য	উপাচার্য
উপযোগীতা	উপযোগিতা
উর্ধ, উদ্ধ, উর্ধ	ঊর্ধ্ব
উল্লেখিত (প্র)	উল্লিখিত
উশৃংখল	উচ্ছৃঙ্খল
উহ্য	ঊহ্য
ঋন	ঋণ
একাকি	একাকী
এতদসঙ্গে	এতৎসঙ্গে
এতদসত্তেও	এতৎসত্ত্বেও
এতদ্বারা	এতদ্দ্বারা
এমতোবস্থায়	এমতাবস্থায়
ওতঃপ্রোত, ওতোপ্রোত	ওতপ্রোত
কটুক্তি, কটূক্তি	কটূক্তি
কণক	কনক
কথপোকথন	কথোপকথন
কনিকা	কণিকা
কল্যান	কল্যাণ
কাংখিত, কাংক্ষিত	কাঙ্ক্ষিত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কিত্রিম	কৃত্রিম
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তী
কিম্বা	কিংবা
কুটনীতি	কূটনীতি
কুৎসিৎ	কুৎসিত
কৃতীত্ব	কৃতিত্ব
কৃষ	কৃশ
কৌতুহল	কৌতূহল
কৌতূক	কৌতুক
ক্কচিৎ	ক্বচিৎ
ক্রুর, ক্রূঢ়	ক্রূর
ক্ষুধাপিপাসা	ক্ষুৎপিপাসা
ক্ষুন্ন	ক্ষুণ্ণ
খেলাধূলা	খেলাধুলা
গগণ	গগন
গড্ডালিকা	গড্ডলিকা
গনতান্ত্রি, গনতান্ত্রীক	গণতন্ত্রী, গণতান্ত্রিক
গননা	গণনা
গনপুর্ত	গণপূর্ত
গনপ্রজাতন্ত্র	গণপ্রজাতন্ত্র
গবেযনা	গবেষণা
গর্ধব, গর্দ্ধব	গর্দভ
গীতালী	গীতালি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গুনি	গুণী
গৃহস্ত	গৃহস্থ
গোস্টী	গোষ্ঠী
গোস্পদ	গোষ্পদ
-গ্রস্থ (অভাবগ্রস্থ, ক্ষতিগ্রস্থ, দায়গ্রস্থ, নেশাগ্রস্থ, রোগগ্রস্থ)	-গ্রস্ত (অভাবগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, দায়গ্রস্ত, নেশাগ্রস্ত, রোগগ্রস্ত)
গ্রহন	গ্রহণ
গ্রহিতা, গৃহীতা	গ্রহীতা
গ্রামীন	গ্রামীণ
ঘনিস্ট	ঘনিষ্ঠ
ঘোষনা	ঘোষণা
চতুস্পদ	চতুষ্পদ
চতুস্কোণ	চতুষ্কোণ
চত্তর	চত্বর
চন্চল, চন্‌চল	চঞ্চল
চলৎশক্তি	চলচ্ছক্তি
চিকীৎসা, চীকিৎসা	চিকিৎসা
চিণ্ময়	চিন্ময়
চীকির্ষা	চিকীর্ষা
চুড়ান্ত	চূড়ান্ত
চৈতালী	চৈতালি
চোষ্য (প্র)	চুষ্য
ছত্রছায়া (প্র)	ছত্রচ্ছায়া

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ছন্দবন্ধ, ছন্দবন্ধ	ছন্দোবন্ধ, ছন্দোবন্ধ
ছোটাছোটি	ছোটাছুটি
জগত	জগৎ
জগবন্ধু	জগদ্বন্ধু
জাগরুক	জাগরূক
জাতিয়	জাতীয়
জাতীয়করন	জাতীয়করণ
জাত্যাভিমান	জাত্যভিমান
-জিত (জয়ী অর্থে : ইন্দ্রজিত, বিশ্বজিত, রণজিত, সত্যজিত)	-জিৎ (ইন্দ্রজিৎ, বিশ্বজিৎ, রণজিৎ, সত্যজিৎ)
জিৎ (জয় অর্থে)	জিত
জীগিষা	জিগীষা
-জীবি (আইনজীবি, কর্মজীবি, কৃষিজীবি, দীর্ঘজীবি, পেশাজীবি, বুদ্ধিজীবি, মৎস্যজীবি, শ্রমজীবি)	-জীবী (আইনজীবী, কর্মজীবী, কৃষিজীবী, দীর্ঘজীবী, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, মৎস্যজীবী, শ্রমজীবী)
জীবীকা	জীবিকা
জ্যেষ্ট, জেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
জৈষ্ট, জৈষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ
জ্যোতীষ	জ্যোতিষ
ডংকা	ডঙ্কা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তত্তাধিক	ততোধিক
তত্তজ্ঞান	তত্ত্বজ্ঞান
তত্তাবধান	তত্ত্বাবধান
তরান্বিত	ত্বরান্বিত
তরুছায়া	তরুচ্ছায়া
তষ্কর	তস্কর
তিরষ্কার	তিরস্কার
তুলণা	তুলনা
তেজস্ক্রীয়তা	তেজস্ক্রিয়তা
তেজ্য, ত্যজ্য	ত্যাজ্য
ত্যাক্ত	ত্যক্ত
ত্রহস্পর্শ, ত্র্যাহস্পর্শ	ত্র্যহস্পর্শ
ত্রান	ত্রাণ
দন্দ, দন্দ্ব, দ্বন্দ, দ্বন্ধ	দ্বন্দ্ব
দর্শণ	দর্শন
দিক্‌ভ্রম	দিগ্‌ভ্রম
দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট
দুরাবস্থা	দুরবস্থা
দুরিভূত, দুরীভূত	দূরীভূত
দুরুহ	দুরূহ
দুর্ণাম	দুর্নাম
দুর্ণীতি, দূর্নীতি	দুর্নীতি
দুর্বিসহ	দুর্বিষহ
দুষিত	দূষিত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দুস্কর	দুষ্কর
দুস্প্রাপ্য	দুষ্প্রাপ্য
দূরাশা	দুরাশা
দূর্গ	দুর্গ
দূর্গা	দুর্গা
দৃষ্টিকোন	দৃষ্টিকোণ
দোষণীয়	দূষণীয়
দৌরাত্ম	দৌরাত্ম্য
দ্বীতিয়	দ্বিতীয়
দ্রবিভূত	দ্রবীভূত
ধুর্ত	ধূর্ত
ধুলিস্যাৎ	ধূলিসাৎ
ধ্বংশ	ধ্বংস
নমষ্কার	নমস্কার
নাগরীক	নাগরিক
নিক্কন, নিক্কণ	নিক্বণ
নিন্দ্যনীয়	নিন্দনীয়
নিবারন	নিবারণ
নিরস	নীরস
নিরোগ	নীরোগ
নির্ণিমেষ	নির্নিমেষ
নির্নয়	নির্ণয়

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নির্ভিক	নির্ভীক
নির্মান	নির্মাণ
নির্মীত	নির্মিত
নিশিথ, নীশিথ	নিশীথ
নিষেদ	নিষেধ
নিষ্পন্দ	নিস্পন্দ
নিষ্পৃহ	নিস্পৃহ
নিস্কাম	নিষ্কাম
নিস্পত্তি	নিষ্পত্তি
নিস্পন্ন	নিষ্পন্ন
নিস্প্রভ	নিষ্প্রভ
নিস্ফল	নিষ্ফল
নীরিক্ষণ, নীরিক্ষন	নিরীক্ষণ
নীরিহ	নিরীহ
নূন্য	ন্যূন
নূপুর	নূপুর
নৃসংশ	নৃশংস
পংক	পঙ্ক
পঙ্ক	পঙ্ক
পঙ্‌তি, পংতি	পঙ্‌ক্তি, পংক্তি
পথিকৃত	পথিকৃৎ
পরপোকার	পরোপকার
পরাস্থ	পরাস্ত
পরিক্ষা	পরীক্ষা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পরিত্যজ্য	পরিত্যাজ্য
পরিনাম	পরিণাম
পরিষ্ফুট	পরিস্ফুট
পরিস্কার	পরিষ্কার
পর্যাটন	পর্যটন
পশ্চাদপদ	পশ্চাৎপদ
পশ্বাধম	পশ্বধম
পার্শ	পার্শ্ব
পাষান	পাষাণ
পিচাশ	পিশাচ
পীপিলিকা, পীপিলীকা	পিপীলিকা
পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ	পুঙ্খানুপুঙ্খ
পুজা, পুজো	পূজা, পুজো
পুঞ্জিভূত	পুঞ্জীভূত
পুন্য, পূণ্য	পুণ্য
পুরষ্কার	পুরস্কার
পুস্করিনী, পুস্করীণী	পুষ্করিণী
পূজ্যনীয়	পূজনীয়, পূজ্য
পূজ্যাস্পদ	পূজাস্পদ, পূজ্যপাদ
পূর্ণছেদ	পূর্ণচ্ছেদ
পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ
পৃথীবি	পৃথিবী
পৈত্রিক	পৈতৃক
পৌনঃপৌনিক	পৌনঃপুনিক
পৌরহিত্য	পৌরোহিত্য

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রকোষ্ট	প্রকোষ্ঠ
প্রজ্জ্বলিত	প্রজ্বলিত
প্রতিকুল	প্রতিকূল
প্রতিক্ষা	প্রতীক্ষা
প্রতিদ্বন্দ্বীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
প্রতিষ্ঠানিক	প্রাতিষ্ঠানিক
প্রত্যান্ত	প্রত্যন্ত
প্রত্যুস	প্রত্যুষ, প্রত্যূষ
প্রনয়ণ, প্রণয়ণ	প্রণয়ন
প্রনাম	প্রণাম
প্রনিধান	প্রণিধান
প্রযুজ্য	প্রযোজ্য
প্রয়ান	প্রয়াণ
প্রশস্থ	প্রশস্ত
প্রসংসা, প্রসংশা	প্রশংসা
প্রস্থর	প্রস্তর
প্রহরি	প্রহরী
প্রাঙ্গন	প্রাঙ্গণ
প্রাচিন	প্রাচীন
প্রাণীবিদ্যা (প্র)	প্রাণিবিদ্যা
প্রাষঙ্গিক	প্রাসঙ্গিক
প্রোজ্বল	প্রোজ্জ্বল
ফলপ্রসু	ফলপ্রসূ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ফাল্গুণ	ফাল্গুন
ফেণ	ফেন
বক্ষমান	বক্ষ্যমাণ
বণিতা	বনিতা
বঁধূ	বঁধু
বধু	বধূ
বনষ্পতি	বনস্পতি
বয়বৃদ্ধি	বয়োবৃদ্ধি
বয়োপ্রাপ্ত	বয়ঃপ্রাপ্ত
বশম্বদ	বশংবদ
বশিভূত	বশীভূত
বহির্ভুত	বহির্ভূত
বহিস্কার, বহিস্কৃত	বহিষ্কার, বহিষ্কৃত
বাক্‌দত্তা	বাগ্‌দত্তা
বাক্‌দান	বাগ্‌দান
বাগেশ্বরী	বাগীশ্বরী
বানিজ্য	বাণিজ্য
বারন	বারণ
বারম্বার	বারংবার
বিকির্ণ	বিকীর্ণ
বিকীরণ	বিকিরণ
বিদূষী, বিদুসী	বিদুষী
বিদ্যান	বিদ্বান

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বিদ্রুপ	বিদ্রূপ
বিপনন	বিপণন
বিভৎস	বীভৎস
বিভিষন	বিভীষণ
বিলাসীতা	বিলাসিতা
বিশ্বস্থ	বিশ্বস্ত
বীভিষিকা	বিভীষিকা
বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
বুভূক্ষু	বুভুক্ষু
বৈচিত্র	বৈচিত্র্য
ব্যকরণ, ব্যাকরন	ব্যাকরণ
ব্যধি	ব্যাধি
ব্যপার	ব্যাপার
ব্যপ্ত	ব্যাপ্ত
ব্যয়াম	ব্যায়াম
ব্যহত	ব্যাহত
ব্যাক্ত	ব্যক্ত
ব্যাক্তি	ব্যক্তি
ব্যাগ্র	ব্যগ্র
ব্যাঞ্জন	ব্যঞ্জন
ব্যাতিক্রম	ব্যতিক্রম
ব্যাতিরেক	ব্যতিরেক
ব্যাতিহার	ব্যতিহার
ব্যাতীত	ব্যতীত
ব্যাত্যয়	ব্যত্যয়

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ব্যাথা	ব্যথা
ব্যাথিত	ব্যথিত
ব্যাপদেশ	ব্যপদেশ
ব্যাবধান	ব্যবধান
ব্যাবসা	ব্যবসা
ব্যাবস্থা	ব্যবস্থা
ব্যাবহার	ব্যবহার
ব্যাভিচার	ব্যভিচার
ব্যায়	ব্যয়
ব্যার্থ	ব্যর্থ
ব্যাস্ত	ব্যস্ত
ভনিতা	ভণিতা
ভবিষ্যত	ভবিষ্যৎ
ভবিষ্যৎবাণী	ভবিষ্যদ্বাণী
ভষ্ম	ভস্ম
ভুতপূর্ব	ভূতপূর্ব
ভুরি, ভুরিভুরি	ভূরি, ভূরিভূরি
ভুয়সী	ভূয়সী
ভুষণ, ভূষন	ভূষণ
ভূবন	ভুবন
ভূয়া	ভুয়া
ভূল	ভুল
ভৌগলিক	ভৌগোলিক
ভ্রমন	ভ্রমণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভ্রাতুস্পুত্র	ভ্রাতুষ্পুত্র
ভ্রাম্যমান	ভ্রাম্যমাণ
ভ্রুক্ষেপ	ভ্রূক্ষেপ
ভ্রূকূটি	ভ্রূকুটি, ভ্রুকুটি
মধ্যস্ত	মধ্যস্থ
মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন
মনঃপুত, মনোপূত	মনঃপূত
মনমুগ্ধকর	মনোমুগ্ধকর
মনযোগ	মনোযোগ
মনহর	মনোহর
মনি	মণি
মনিষী, মনীষি	মনীষী
মনীসা	মনীষা
মনোকষ্ট (প্র)	মনঃকষ্ট
মন্ত্রীসভা (প্র), মন্ত্রীপরিষদ মন্ত্রীমণ্ডলী (প্র)	মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিপরিষদ, মন্ত্রিমণ্ডলী
ময়ুর	ময়ূর
মরিচীকা	মরীচিকা
মরুদ্যান	মরূদ্যান
মস্তস্ক	মস্তিষ্ক
মহত্ব	মহত্ত্ব
মাকরসা	মাকড়সা
মানষিক	মানসিক
মাহাত্ম	মাহাত্ম্য

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মিমাংসা, মিমাংশা	মীমাংসা
মুখছবি	মুখচ্ছবি
মুখস্ত	মুখস্থ
মুণি	মুনি
মুমুর্ষু, মূমুর্ষু, মুমূর্ষ	মুমূর্ষু
মুর্খ	মূর্খ
মুর্ধন্য, মূর্ধণ্য	মূর্ধন্য
মুষিক	মূষিক
মূল্যায়ণ	মূল্যায়ন
মূশল	মুষল, মুশল, মুসল
মূহুর্ত, মুহুর্ত	মুহূর্ত
মূহুর্মূহু	মুহুর্মুহু
মৃণ্ময়	মৃন্ময়
মেধাবি	মেধাবী
ম্রিয়মান	ম্রিয়মাণ
যক্ষা	যক্ষ্মা
যথেষ্ঠ	যথেষ্ট
যদ্বারা	যদ্দ্বারা
যদ্যাপি	যদ্যপি
যন্ত্রনা	যন্ত্রণা
যশলাভ	যশোলাভ
যষ্ঠি	যষ্টি
যাত্রি	যাত্রী

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
রক্ষরাজ	রক্ষোরাজ
রঞ্জিৎ (রাঙানো অর্থে)	রঞ্জিত
রণজিত (রণে জয়ী অর্থে)	রণজিৎ
রথি	রথী
রসায়ণ	রসায়ন
রামায়ন	রামায়ণ
রাশিকৃত	রাশীকৃত
রূপায়ন	রূপায়ণ
লক্ষী	লক্ষ্মী
লক্ষ্যণীয়	লক্ষণীয়
লঘুকরণ	লঘূকরণ
শংকা	শঙ্কা
শংখ	শঙ্খ
শশুর	শ্বশুর
শশ্মান, শ্মসান	শ্মশান
শষ্য	শস্য
শাপদ	শ্বাপদ
শারিরীক	শারীরিক
শিক্ষয়েত্রী	শিক্ষয়িত্রী
শিরচ্ছেদ (প্র)	শিরশ্ছেদ
শিরধার্য	শিরোধার্য
শিরমণি	শিরোমণি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শিরপীড়া, শিরোপীড়া	শিরঃপীড়া
শূণ্য, শুন্য	শূন্য
শুশ্রুষা	শুশ্রূষা
স্বাশত	শাশ্বত
স্বাশুড়ি	শাশুড়ি, শাশুড়ী
শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
শ্রদ্ধাস্পদেসু, শ্রদ্ধাষ্পদেষু	শ্রদ্ধাস্পদেষু
শ্রাবন	শ্রাবণ
শ্রীমতি	শ্রীমতী
ষাম্মাসিক	ষাণ্মাসিক
সংকীর্তণ	সংকীর্তন
সংস্কৃতিক	সাংস্কৃতিক
সংগা	সংজ্ঞা
সংশ্লিষ্ঠ	সংশ্লিষ্ট
সংষ্কার	সংস্কার
সচ্ছন্দ	স্বচ্ছন্দ
সঞ্জিবনী	সঞ্জীবনী
সতন্ত্র	স্বতন্ত্র
সত্ব, সত্ত	স্বত্ব
সত্বা	সত্তা
সত্তেও, সত্বেও	সত্ত্বেও
সদ্যজাত	সদ্যোজাত
সন্ধা	সন্ধ্যা
সম্মত	সম্মত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সম্মান	সম্মান
সম্মিলন	সম্মিলন, সম্মেলন
সম্মুখ	সম্মুখ
সন্যাস, সন্নাস	সন্ন্যাস
সন্যাসী, সন্নাসী	সন্ন্যাসী
সপ্ন	স্বপ্ন
সমস্থ	সমস্ত
সমিচীন, সমীচিন	সমীচীন
সমুহ	সমূহ
সম্বরণ	সংবরণ
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা
সম্বাদ	সংবাদ
সর্বাঙ্গীন	সর্বাঙ্গীণ
সল্প	স্বল্প
সস্তি	স্বস্তি
সহযোগীতা	সহযোগিতা
সাংস্কৃতি	সংস্কৃতি
সাক্ষর (দস্তখত অর্থে)	স্বাক্ষর
সাঙ্গপাঙ্গ	সাঙ্গোপাঙ্গ
সান্তনা	সান্ত্বনা
সামর্থ	সামর্থ্য
সায়াহ্ন	সায়াহ্ন
সারথী	সারথি
সিন্দুর	সিন্দূর
সুদুর	সুদূর

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সুধি	সুধী
সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
সুসম	সুষম
সুস্থ্য	সুস্থ
সেচ্ছাচারিতা	স্বেচ্ছাচারিতা
স্নিগ্ধছায়া	স্নিগ্ধচ্ছায়া
স্ফুর্তি	স্ফূর্তি
স্ফূরণ	স্ফুরণ
স্নেহাষ্পদ	স্নেহাস্পদ
স্বচ্ছল	সচ্ছল
স্বজাত্যাভিমান	স্বাজাত্যাভিমান
স্বতোস্ফূর্ত	স্বতঃস্ফূর্ত
স্বতোসিদ্ধ	স্বতঃসিদ্ধ
স্বপরিবার	সপরিবার
স্বয়ম্বর	স্বয়ংবর
স্বরণিকা	স্মরণিকা
স্বরস্বতী	সরস্বতী
স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক
স্বাক্ষর (অক্ষরযুক্ত অর্থে)	সাক্ষর
স্বাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য
স্বায়ত্বশাসন	স্বায়ত্তশাসন
স্বার্থক, স্বার্থকতা	সার্থক, সার্থকতা
স্বাস্থ	স্বাস্থ্য
স্মরণি	সরণি
স্মরন	স্মরণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
হটাৎ	হঠাৎ
হস্তীদন্ত (প্র)	হস্তিদন্ত

শব্দের গঠনগত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অতলস্পর্শী (প্র)	অতলস্পর্শ
অত্রস্থানে	অত্র, এই স্থানে
অদ্যাপিও	অদ্যাপি
অধিনস্থ	অধীন
অনাথিনী	অনাথা
অপকর্ষতা	অপকর্ষ
অর্ধাঙ্গিনী (প্র)	অর্ধাঙ্গী
অশ্রুজল	অশ্রু
অসহ্যনীয়	অসহ্য, অসহনীয়
অহর্নিশি	অহর্নিশ
অহোরাত্রি	অহোরাত্র
আকণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ, কণ্ঠ পর্যন্ত
আকর্ষিত	আকৃষ্ট
আপ্রাণ (প্র)	প্রাণপণ
আবশ্যকীয়	আবশ্যক
আয়ত্তাধীন (প্র)	আয়ত্ত
আভ্যন্তরীণ (প্র)	অভ্যন্তরীণ, আভ্যন্তর, আভ্যন্তরিক
আলচ্যমান, আলোচ্যমান,	আলোচ্য
আহরিত (প্র)	আহৃত
ইতিপূর্বে (প্র)	ইতঃপূর্বে
ইতিমধ্যে (প্র)	ইতোমধ্যে

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ, উৎকৃষ্টতা
উত্তরসূরী (ওয়ারিস অর্থে)	উত্তরাধিকারী
উদ্ধতপূর্ণ	উদ্ধত, ঔদ্ধত্যপূর্ণ
উদ্বেলিত	উদ্বেল
উন্নতশীল	উন্নয়নশীল, উন্নতিশীল
উপরোক্ত	উপরি-উক্ত, উপর্যুক্ত
একত্রিত (প্র)	একত্র
ঐক্যতা	ঐক্য, একতা
ঐক্যতান	ঐকতান
ঐক্যমত	ঐকমত্য, মতৈক্য
কথিতব্য	কথনীয়, কহতব্য
কনিষ্ঠতম (প্র)	সর্বকনিষ্ঠ
কর্তাকারক	কর্তৃকারক
কর্তাগণ (প্র)	কর্তৃগণ
কর্তাপক্ষ	কর্তৃপক্ষ
কর্তৃপক্ষগণ	কর্তৃপক্ষ
কর্মকর্তাগণ (প্র), কর্মকর্তাবৃন্দ (প্র)	কর্মকর্তৃগণ, কর্মকর্তৃবৃন্দ
কৃচ্ছ্রতা (প্র)	কৃচ্ছ্র
কেবলমাত্র (প্র)	কেবল, মাত্র
গ্রাহ্যযোগ্য	গ্রাহ্য, গ্রহণযোগ্য
ঘূর্ণীয়মান	ঘূর্ণায়মান, ঘূর্ণ্যমান

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
চলমান (প্র)	চলন্ত
চাতুর্যতা	চাতুর্য, চতুরতা
জন্মজয়ন্তী (জন্মবার্ষিক অনুষ্ঠান অর্থে)	জয়ন্তী
জন্মবার্ষিকী	জন্মবার্ষিক
জ্ঞানমান্	জ্ঞানবান্
তত্ত্বও	তত্ত্ব
দারিদ্রতা, দারিদ্র্যতা	দারিদ্র্য, দরিদ্রতা
দৈন্যতা	দৈন্য
ধৈর্যতা	ধৈর্য
নিঃশঙ্কো	নিঃশঙ্ক
নিঃশেষিত (প্র)	নিঃশেষ
নিঃসন্দিহান	নিঃসন্দেহ
নিরপরাধী	নিরপরাধ
নিরহঙ্কারী	নিরহঙ্কার
নিরাশা (প্র)	নৈরাশ্য
নির্দোষী	নির্দোষ
নির্ধনী	নির্ধন
পার্বতীয়	পর্বতীয়, পার্বত্য

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পূর্বসূরী (পূর্ববর্তী অর্থে)	পূর্বগামী
পৃথকান্ন	পৃথগন্ন
পৌরুষত্ব	পৌরুষ, পুরুষত্ব
প্রসারতা	প্রসার
প্রহারিত	প্রহৃত
প্রেক্ষিত (পটভূমি অর্থে)	পরিপ্রেক্ষিত
বাহুল্যতা	বাহুল্য, বহুলতা
বাহ্যিক (প্র)	বাহ্য
বিদ্বান্‌গণ (প্র)	বিদ্বদ্‌গণ, বিদ্বানেরা
বিদ্বানজন (প্র)	বিদ্বজ্জন
বিদ্যবান্‌	বিদ্যমান
বিরাষ্ট্রকরণ	বিরাষ্ট্রীয়করণ
বুদ্ধিবান্‌	বুদ্ধিমান
বৈদেহী (দেহহীন অর্থে)	বিদেহ, বিদেহী
বৈশিষ্ট্যতা	বৈশিষ্ট্য, বিশিষ্টতা
বৈয়াকরণিক	বৈয়াকরণ
ব্যাকুলিত	ব্যাকুল
ভাগ্যমন্ত	ভাগ্যবন্ত
ভাষাভাষী (প্র)	ভাষী
মাধুর্যতা	মাধুর্য, মধুরতা
মুখরিত	মুখর
মুহ্যমান (প্র)	মোহ্যমান
মৈত্রতা, মৈত্রীতা	মিত্রতা, মৈত্রী

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মৌনতা	মৌন
যদ্যপিও	যদ্যপি
যৌথবন্ধ	যূথবন্ধ
রক্তিমতা	রক্তিমা
রাষ্ট্রকরণ	রাষ্ট্রীয়করণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ
লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
শস্যশালিনী	শস্যশালী
শুধুমাত্র (প্র)	শুধু, মাত্র
শ্রদ্ধাভাজনীয়	শ্রদ্ধাভাজন
শ্রেষ্ঠতর (প্র), শ্রেষ্ঠতম (প্র)	শ্রেষ্ঠ
শ্রোতাবৃন্দ	শ্রোতৃবৃন্দ
ষষ্ঠদশ	ষোড়শ
সকাতর (প্র), সকাতরে (প্র)	কাতর, কাতরভাবে
সকৃতজ্ঞ (প্র)	কৃতজ্ঞ
সক্ষম (প্র)	ক্ষম, সমর্থ
সখ্যতা	সখ্য
সঠিক (প্র)	ঠিক
সমতুল্য (প্র)	সম, তুল্য
সমৃদ্ধশালী, সমৃদ্ধমান	সমৃদ্ধ, সমৃদ্ধিশালী, সমৃদ্ধিমান
সম্ভব (হতে পারে অর্থে) (প্র)	সম্ভবপর

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সম্ভ্রান্তশালী	সম্ভ্রান্ত, সম্ভ্রমশালী
সলজ্জিত	লজ্জিত, সলজ্জ
সশঙ্কিত	শঙ্কিত, সশঙ্ক
সাধ্যায়ত্ত	সাধ্য, সাধনায়ত্ত
সুকেশিনী (প্র)	সুকেশী, সুকেশা
সুস্বাগতম্‌	স্বাগতম্‌
সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য
সৌজন্যতা	সৌজন্য, সুজনতা
সৌন্দর্যতা	সৌন্দর্য, সুন্দরতা
সৌহার্দ্যতা, সৌহার্দতা	সৌহার্দ্য, সৌহৃদ্য
স্থায়ীভাবে (প্র)	স্থায়িভাবে
হাস্যস্কর	হাস্যকর

প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের বানান

অণু	— বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ
অনু	— পশ্চাৎ
অবদান	— কীর্তি, মহৎ কর্ম
অবধান	— মনোযোগ
অবিরাম	— অনবরত
অভিরাম	— সুন্দর
অর্ঘ	— মূল্য
অর্ঘ্য	— পূজার উপকরণ
অশ্ব	— ঘোড়া
অশ্ম	— পাথর
আদি	— প্রথম, মূল
আধি	— মনঃপীড়া, বিপদ
আবরণ	— আচ্ছাদন
আভরণ	— অলংকার
আবাস	— বাসস্থান
আভাষ	— অভিভাষণ, আলাপ, ভূমিকা, মুখবন্ধ
আভাস	— ইঙ্গিত, অস্পষ্ট প্রকাশ
আষাঢ়	— বর্ষাঋতুর প্রথম মাস
আসার	— বৃষ্টি, জলকণা, জলস্রাব
আহুতি	— হোম
আহূতি	— আহবান

ঈশ — প্রভু
ঈষ — লাঙলের ফলা

উদ্ধত — অবিনীত, ধৃষ্ট, উগ্রস্বভাব
উদ্যত — উন্মুখ, প্রবৃত্ত
উপাদান — উপকরণ
উপাধান — বালিশ
উদ্দেশ — সন্ধান, অভিমুখে (স্মৃতির উদ্দেশে)
উদ্দেশ্য — লক্ষ্য, অভিপ্রায়, মতলব (জমি কেনার উদ্দেশ্যে)

কশা — চাবুক
কসা — আঁটা
কাঁটা — কণ্টক, মাছের কাঁটা, পেরেক, তুলাদণ্ড
কাটা — কর্তন, ছেদন, খণ্ডন, ছিন্ন
কাঁদা — ক্রন্দন
কাদা — কর্দম
কালি — লেখার কালি
কালী — দুর্গা, শিবপত্নী

কুজন —খারাপ লোক
কূজন —পাখির ডাক

কূট — পর্বতশৃঙ্গ, দুর্গ
কূট — কুটিল
কুঁড়ি — কলিকা, মুকুল
কুড়ি —বিশ, বিংশ

কুল — বংশ, বদরী ফল
কূল — নদী বা সমুদ্রের তীর
কৃত — সৃষ্ট, লব্ধ, আচরিত
ক্রীত — কেনা
কৃতি — কার্য, নির্মাণ
কৃতী — যোগ্যতাসম্পন্ন, কৃতকর্মা
কোণ — কোণা
কোন্ — কে, কি

গর্ব — অহঙ্কার, আত্মশ্লাঘা
গর্ভ — উদর, অভ্যন্তর, ভিতর
গাদা — স্তূপ, রাশি, ঠেসে ভরা
গাধা — গর্দভ

চির —দীর্ঘ, নিত্য, সদা, সর্বদা
চীর — বস্ত্রখণ্ড
চ্যুত — স্খলিত, পতিত, ভ্রষ্ট
চূত — আম

ছাড় — ত্যাগ, মুক্তি, বাদ পড়া
ছার — তুচ্ছ, নগণ্য, অধম

জলা — জলাভূমি
জ্বলা — পোড়া, যন্ত্রণা
জাল — ফাঁদ, নকল, আবরণ
জ্বাল — অগ্নির আঁচ, অগ্নিশিখা,

জালা — বৃহৎ কলস
জ্বালা — যন্ত্রণা, দাহ
জিব — জিহ্বা
জীব — প্রাণী
টিকা — তিলক, তামাক সাজার বটিকা, রোগ প্রতিষেধক বীজ
টীকা — ব্যাখ্যা

ডাক — বুলি, শব্দ
ঢাক — ঢোলজাতীয় বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র
ডাকা — আহ্বান বা সম্বোধন করা
ঢাকা — আবৃত করা

তরা — পার হওয়া
ত্বরা — শীঘ্র, দ্রুত
তুলা — দাঁড়িপাল্লা
তূলা — কার্পাস

দাঁড়ি — দাঁড়িপাল্লা, পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন (।)
দাঁড়ী — যে নৌকায় দাঁড় টানে
দাড়ি — শ্মশ্রু
দার — পত্নী, স্ত্রী
দ্বার — দরজা
দারা — পত্নী
দ্বারা — কর্তৃক

দিন — দিবস
দীন — দরিদ্র, ধর্ম

দীপ	— প্রদীপ
দ্বিপ	— হস্তী, হাতী
দ্বীপ	— জলবেষ্টিত ভূভাগ
দূত	— চর, বার্তাবাহক
দ্যূত	— জুয়াখেলা, পাশাখেলা
দূতী	— মহিলা চর, কুটনী
দ্যুতি	— আলোক, প্রভা, দীপ্তি
দেশ	— রাজ্য, রাষ্ট্র
দ্বেষ	— হিংসা
ধনী	— ধনবান
ধ্বনি	— শব্দ, রব, স্বর, সুর
নাড়ি	— ধমনী
নারী	— রমণী
নিরশন	— উপবাস, অনশন
নিরসন	— খণ্ডন, দূরীকরণ, মোচন
নিরাশ	— হতাশ, আশাহীন
নিরাস	— প্রত্যাখ্যান, নিবারণ, নিরসন
নিশিত	— শাণিত, ধারালো, ক্ষুরধার
নিশীথ	— গভীর রাত্রি
নীড়	— পাখির বাসা, কুলায়
নীর	— জল, পানি
পড়া	— পাঠ করা, পতিত হওয়া
পরা	— পরিধান করা, অতি, শ্রেষ্ঠ (পরাশক্তি)

পদ্য	— কবিতা
পদ্ম	— কমল
পরিচ্ছদ	— পোশাক
পরিচ্ছেদ	— বইয়ের অধ্যায়
পাঁজি	—পঞ্জিকা
পাজি, পাজী	—দুষ্ট, নচ্ছার, নীচ
পাঁড়	— অত্যন্ত, কুকাজে পাকা
পাড় (পার)	— তীর, প্রান্ত, কিনারা
পাড়া	— পল্লী, মহল্লা, পতিত করানো বা নামানো (ফল পাড়া), ভূমিষ্ঠ করা (ডিম পাড়া)
পারা	— সমর্থ হওয়া
প্রসাদ	— অনুগ্রহ, প্রাঞ্জলতা, দেবতাকে নিবেদিত খাদ্য
প্রাসাদ	— অট্টালিকা, হর্ম্য
বঁধু	— প্রিয়, প্রণয়ী, বন্ধু
বধূ	— নবোঢ়া, পত্নী
বনিতা	— নারী, পত্নী, প্রিয়া
ভণিতা	— কথা, কবিতায় বা কাব্যে কবির নিজ নামের উল্লেখ
বলি	— যজ্ঞে নিবেদিত বস্তু, যজ্ঞাদিতে প্রাণিবধ
বলী	— বলবান
বর্শা	— বল্লম, সড়কি
বর্ষা	— বর্ষাকাল
বাঁক	— বক্র
বাক	— কথা, বাক্য, বচন

বাজি	— ইন্দ্রজাল, ভেলকি, জুয়াখেলার পণ
বাজী	— অশ্ব, ঘোড়া
বাঁট	— হাতল, গবাদির স্তন
বাট	— পথ
বাঁটা	— বণ্টন করা
বাটা	— পেষণ করা, পানদান
বাড়ি	— বাটী, আলয়
বারি	— জল, পানি
বাণ	— শর
বান	— বন্যা
বাঁদি	— দাসী, ঝি
বাদী	— বক্তা, ফরিয়াদী
বাঁধা	— বন্ধন করা, আবদ্ধ করা
বাধা	— ব্যাঘাত, বিঘ্ন, প্রতিবন্ধকতা
বাঁশ	— বংশ, সুগন্ধ, সৌরভ
বাস	— বাসস্থান, নিবাস
বাঁশী	— বংশী, মুরলী
বাসি	— টাটকা নয়, পূর্বদিনের ব্যবহৃত, অপরিস্কৃত
বিজন	— জনহীন
বীজন	— ব্যজন, বাতাস করা
বিত্ত	— সম্পদ
বৃত্ত	— গোল
বিনা	— ব্যতীত
বীণা	— বাদ্যযন্ত্র
বিশ	— কুড়ি, বিংশ
বিষ	— গরল, হলাহল

বিস — মৃণাল
বিস্মিত — আশ্চর্যান্বিত
বিস্মৃত — যা ভুলে যাওয়া হয়েছে
ভাঁজ — পাট, দুমড়ানো, মোড়া
ভাজ — ভ্রাতৃবধূ, বউদিদি
ভাঁজা — ভাঁজ করা
ভাজা — ভর্জিত করা
ভাঁড় — বিদূষক
ভার — ওজন, বোঝা, চাপ
ভাণ — ভণিতা, উক্তি, এক প্রকার নাট্য-রচনা
ভান — ছল, কৃত্রিম আচরণ

ভাষা — কথা
ভাসা — জল বা বায়ুর উপর ভর করে থাকা
ভুঁড়ি — স্থূলোদর
ভূরি — যথেষ্ট, প্রচুর

মাষ — মাষ-কলাই
মাস — বছরের এক-দ্বাদশাংশ, মাংস
মুখ — বদন
মূক — বোবা
মেদ — চর্বি
মেধ — যজ্ঞ

রাঁধা — রন্ধন
রাধা — রাধিকা

লক্ষ	— শত সহস্র
লক্ষ্য	— উদ্দেশ্য
শংকর	— শিব
সংকর	— মিশ্র
শক্ত	— সমর্থ, কঠিন, শক্তিযুক্ত
সক্ত	— আসক্ত
শন	— শন-গাছ
সন	— অব্দ, বছর
শপ্ত	— অভিশপ্ত
সপ্ত	— সাত
শব	— মৃতদেহ
সব	— সমস্ত, সকল
শয্যা	— বিছানা
সজ্জা	— পোশাক, সাজ, বেশভূষা
শর	— বাণ, তীর
সর	— দুধ, দই, কাদামাটি ইত্যাদির উপর পতিত স্তর
স্বর	— শব্দ, সুর
স্মর	— মদন, স্মরণ করা (কবিতায়)
শরণ	— আশ্রয়
স্মরণ	— স্মৃতি
শরা, সরা	— হাঁড়ির ঢাকনি
সরা	— চলা, নড়া, অপসৃত হওয়া
শান্ত	— ধীর, শিষ্ট, অনুদ্ধত, ঠাণ্ডা
সান্ত	— অন্তবিশিষ্ট, সসীম
শারদা	— দুর্গা
সারদা	— সরস্বতী
শাল	— শাল গাছ, পশমী চাদর
সাল	— বছর, অব্দ

শিকার — মৃগয়া
স্বীকার — অঙ্গীকার

শিল — শিলা, পাথর
শীল — চরিত্র, স্বভাব, প্রবৃত্তি
সীল — সীলমোহর

শীত —শীত ঋতু, শীতল, ঠাণ্ডা, জাড়
সিত — ধবল, সাদা

শুক্তি — ঝিনুক
সূক্তি — সুবচন, বেদমন্ত্র, সুভাষিত

শুচি — শুদ্ধ, পবিত্র, নির্মল
সূচি — নির্ঘণ্ট, গ্রন্থাদির বিষয় তালিকা, সুচ

শুদ্ধ — পবিত্র, শুচি, ঠিক, নির্দোষ
সুদ্ধ — সমেত, সহ

শূর — বীর
সুর — কণ্ঠস্বর, দেবতা
সূর — সূর্য

শ্বশ্রূ — শাশুড়ী
শ্মশ্রু — গোঁফ, দাড়ি

শ্রবণ — কর্ণ
স্রবণ — ক্ষরণ

সজাতি — এক জাতীয়, একই জাতির অন্তর্ভুক্ত
স্বজাতি — আপন বা নিজ জাতি

সত্য — প্রকৃত, খাঁটি, যথার্থ, বাস্তব
সত্ত্ব — অস্তিত্ব, প্রাণ, সত্তা
স্বত্ব — অধিকার, মালিকানা, স্বামিত্ব
সপক্ষ — একই পক্ষাবলম্বী, পক্ষযুক্ত বা পাখা-যুক্ত, অনুকূল

স্বপক্ষ	— আত্মপক্ষ, স্বীয়পক্ষ, নিজের পক্ষ
সাক্ষর	— অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট
স্বাক্ষর	— নামসহি, দস্তখত
সার্থ	— বণিক, ধনবান্
স্বার্থ	— নিজের প্রয়োজন, নিজের লাভ
সুত	— পুত্র
সূত	— প্রসূত, জাত
সুদ	— কুসীদ
সূদ	— পাচক
স্কন্দ	— কার্তিকেয়
স্কন্ধ	— কাঁধ
হাড়	— অস্থি
হার	— পরাজয়, অলংকার বিশেষ
হৃৎ	— হৃদয়
হৃত	— আহৃত, আনীত

বাক্যে শব্দের অশুদ্ধ ও শুদ্ধ প্রয়োগ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অপমান হবার ভয় নেই।	অপমানিত হবার ভয় নেই।
আমার এই পুস্তকের কোন আবশ্যক নেই।	আমার এই পুস্তকের কোন আবশ্যকতা নেই।
এই শ্রেণীতে পঁচিশ জন ছাত্র আছে, তার মধ্যে এই ছাত্রটি সবচেয়ে ভাল।	এই শ্রেণীতে পঁচিশ জন ছাত্র আছে, তাদের মধ্যে এই ছাত্রটি সবচেয়ে ভাল।
একথা প্রমাণ হয়েছে।	এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।
এ কাজটি আমার পক্ষে সম্ভব নহে।	এ কাজটি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
খাঁটি গরুর দুধ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।	গরুর খাঁটি দুধ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।
গৌরব লোপ হয়েছে।	গৌরব লোপ পেয়েছে। অথবা গৌরব লুপ্ত হয়েছে।
জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।	জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বক্তৃতা করেন।
তারা একত্রে গমন করলো।	তারা একত্র গমন করলো।
তিনি আরোগ্য হলেন।	তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।

তেজস্ক্রিয় বস্তু সারা ইউরোপকে ছাইয়ে ফেলে।	তেজস্ক্রিয় বস্তু সারা ইউরোপকে ছেয়ে ফেলে।
নদীর জল হ্রাস হয়েছে।	নদীর জল হ্রাস পেয়েছে।
পরবর্তীতে আপনি আসবেন।	পরবর্তীকালে আপনি আসবেন।
পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সৌদী আরবের শিক্ষা মিশন ঢাকা সফরে এসেছেন।	সৌদী আরবের পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষামিশন ঢাকা সফরে এসেছে।
পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।	পূর্বদিকে সূর্যের উদয় হয়।
মন্ত্রিপরিষদের অনুষ্ঠানরত বৈঠকে তিনি সভাপতিত্ব করেন।	মন্ত্রিপরিষদের চলতি বৈঠকে তিনি সভাপতিত্ব করেন।
রৈবিক গল্পের উপজীব্যতা বহুমুখী বিষয়।	রাবীন্দ্রিক গল্পের উপজীব্য বহুমুখী বিষয়।
সংকট অবস্থায় পড়লাম।	সংকটজনক অবস্থায় পড়লাম।
সভায় অনেক ছাত্রগণ এসেছিল।	সভায় অনেক ছাত্র এসেছিল।
সে এই মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়েছে।	সে এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়েছে।
সে সমস্ত কথা বিস্তারিত বলল।	সে সমস্ত কথা বিস্তারিতভাবে বলল।

প্রচার-মাধ্যমে ভাষার অপপ্রয়োগ

অশুদ্ধ—"ইহা সর্বজনবিদিত যে, আমাদের দেশের শতকরা ৯৮ জন সরকারী কর্মচারীকে ঘুম থেকে উঠার পরই নিজেদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার দিকে লক্ষ্য দিতে হয় এবং তাহাদের বাজার যাইতে হয়।"

শুদ্ধ—ইহা সর্বজনবিদিত যে, আমাদের দেশের শতকরা ৯৮ জন সরকারী কর্মচারীকে ঘুম হইতে উঠার পরই নিজেদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার তদারক করিতে হয় এবং তাহাদের বাজারে যাইতে হয়।

অশুদ্ধ—"জনাব নূরুল আমীনের চাপের ফলে প্রস্তাবটিকে ১৯শে জুলাই তারিখের অধিবেশনে অগ্রাধিকার দানের সিদ্ধান্ত করা হয়।"

শুদ্ধ—জনাব নূরুল আমীনের চাপের ফলে প্রস্তাবটিকে আগামী ১৯শে জুলাই তারিখের অধিবেশনে অগ্রাধিকার দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

অশুদ্ধ—"হা-অন্ন চাষী-মজুর কূল-কিনারা পাইতেছে না। স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাঁচিবে কিভাবে—৭২ ঘন্টার একটানা বর্ষণ আর যমুনার পানির চাপে মাঠের ফসল নষ্ট হয় নাই—নষ্ট হইয়াছে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ধারণের অন্ন।"

শুদ্ধ—হা-অন্নকারী চাষী-মজুর কূল-কিনারা পাইতেছে না। স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাঁচিবে কিভাবে! ৭২ ঘন্টার একটানা বর্ষণ আর যমুনার পানির স্রোতে মাঠের ফসল শুধু নষ্ট হয় নাই—নষ্ট হইয়াছে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ধারণের অন্ন।

অশুদ্ধ—"বিরোধী দলীয় স্বতন্ত্র সদস্য ডঃ আলীম আল রাজী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আণবিক কমিশন তুলিয়া দেওয়া উচিত।"

শুদ্ধ—বিরোধীদলীয় স্বতন্ত্র সদস্য ডঃ আলীম আল রাজী আণবিক কমিশন তুলিয়া দেওয়া উচিত বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করেন।

অশুদ্ধ—"ভারতে ৩৯ সদস্যবিশিষ্ট নয়া মন্ত্রিসভা শপথ নিলেন। গতকল্য (সোমবার) সন্ধ্যায় ভারতে ৩৯-সদস্যের নূতন মন্ত্রীসভা প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট জ্ঞানী জৈল সিং রাষ্ট্রপতি ভবনে মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।"

শুদ্ধ—ভারতে ৩৯-সদস্যবিশিষ্ট নয়া মন্ত্রিসভা শপথ নিলেন। গতকল্য (সোমবার) সন্ধ্যায় ভারতে ৩৯-সদস্যের নূতন মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং রাষ্ট্রপতি ভবনে মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

অশুদ্ধ—"যে সমস্ত ব্যবস্থার যে নূন্যতম প্রয়োজন তাহাও করা হয় নাই।"

শুদ্ধ—যে সমস্ত ন্যূনতম ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহাও করা হয় নাই।

অশুদ্ধ—..."ছাত্রদের কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি বা মাসলম্যানের ভূমিকা হওয়া উচিত নয়।"

শুদ্ধ—কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করা বা মাসলম্যানের ভূমিকা নেওয়া ছাত্রদের উচিত নয়।

অশুদ্ধ—"নতুন বই প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটিলে পুরাতন বই সংগ্রহ করিয়া অতীতে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাক্রম শুরু করার যে সুবিধা ছিল ফি বছর নতুন নতুন বই ও পরিবর্তিত সিলেবাসের কারণে সে সুযোগ হইতে সংশ্লিষ্ট সকলে বঞ্চিত।"

শুদ্ধ—নূতন বই প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটিলে পুরাতন বই সংগ্রহ করিয়া অতীতে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাক্রম শুরু করার যে সুবিধা ছিল ফি বছর নূতন বই ও পরিবর্তিত সিলেবাসের কারণে সে সুযোগ হইতে সংশ্লিষ্ট সকলে বঞ্চিত।

অশুদ্ধ—"এই কারখানা সম্প্রসারণের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে (কিছু যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে) তাহা বাস্তবায়ন হলে চিনি-কলের রোলার রিশেলিং এখানেই তৈরী করা সম্ভব হবে এবং ভবিষ্যতে

পূর্ণাংগ চিনিকল ও অন্যান্য ভারী কারখানা এই কারখানায় তৈরী করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশা করি।”

শুদ্ধ—এই কারখানা সম্প্রসারণের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে (কিছু যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে) তার বাস্তবায়ন হলে [অথবা তা বাস্তবায়িত হলে] চিনিকলের রোলার রিশেলিং এখানেই তৈরী করা সম্ভব হবে এবং ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ চিনিকলের ও অন্যান্য ভারী কারখানার যন্ত্রপাতি এই কারখানায় তৈরী করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশা করি।

অশুদ্ধ—“জাতীয় সংসদ গতকাল (সোমবার) আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য ও সাবেক ডেপুটি স্পীকার মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ এবং সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ আলহাজ্ব রমিজ উদ্দিন আহমদের মৃত্যুতে ২টি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে।

গতকাল সকালের অধিবেশনে জনাব বায়তুল্লার শোকপ্রস্তাবের পর অধিবেশন বিকাল ৫টা পর্যন্ত মুলতবী করা হয়।”

শুদ্ধ—জাতীয় সংসদ গতকাল (সোমবার) আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য ও সাবেক ডেপুটি স্পীকার মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ এবং সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের নেতা আলহাজ রমিজউদ্দীন আহমদের মৃত্যুতে ২টি পৃথক শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে।

গতকাল সকালের অধিবেশনে জনাব বায়তুল্লাহর মৃত্যুতে শোক-প্রস্তাবের পর অধিবেশন বিকাল ৫টা পর্যন্ত মুলতবী করা হয়।

অশুদ্ধ—“বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মাসব্যাপী বিপণন কর্মসূচীর শেষ পর্যায়ে গত ৮ই মার্চ সন্ধ্যায় সংস্থার ফার্মগেটস্থ স্টলে ক্রেতাদের জন্য চা চক্রের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্রিগেডিয়ার আমীন আহমদ চৌধুরী সপত্নীক অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান।”

শুদ্ধ—বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মাসব্যাপী বিপণন কর্মসূচীর শেষ পর্যায়ে গত ৮ই মার্চ সন্ধ্যায় সংস্থার ফার্মগেটস্থ স্টলে ক্রেতা-

দের জন্য চা-চক্রের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংস্থার ব্যবস্থাপক পরিচালক ব্রিগেডিয়ার আমীন আহমদ চৌধুরী সস্ত্রীক অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান।

অশুদ্ধ—"এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপির সদ্যনিযুক্ত মহাসচিব জনাব কে. এম. ওবায়দুর রহমান বলেন, সংসদ বাতিল করিয়া প্রেসিডেন্ট এরশাদ নির্দলীয় সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন, শুধুমাত্র সেক্ষেত্রে তাহারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবেন।"

শুদ্ধ—এক প্রশ্নের জবাবে বি এন পির সদ্যনিযুক্ত মহাসচিব জনাব কে. এম. ওবায়দুর রহমান বলেন, সংসদ বাতিল করিয়া প্রেসিডেন্ট এরশাদ নির্দলীয় সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর যদি করেন, শুধু সেক্ষেত্রেই তাঁহারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবেন।

অশুদ্ধ—"...রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ইতিমধ্যেই কৃষিঋণ পরিশোধের সময়সীমা বর্ধিত করেছেন। সুদ ছাড়া এই সময়সীমা হচ্ছে ৩১শে মে পর্যন্ত। এর মাধ্যমে সুদ ছাড়া কৃষি পরিশোধের সময়সীমা ১১ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে।"

শুদ্ধ—রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ইতোমধ্যেই কৃষিঋণ পরিশোধের সময়সীমা বর্ধিত করেছেন। সুদ ছাড়া এই সময়সীমা হচ্ছে ৩১শে মে পর্যন্ত। এর মাধ্যমে সুদ ছাড়া কৃষিঋণ পরিশোধের সময়সীমা ১১ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অশুদ্ধ—"স্পীকার আলোচনা না করিয়া বিশেষ অধিকার সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের কথা বলেন।"

শুদ্ধ—স্পীকার আলোচনার পূর্বে বিষয়টি বিশেষ অধিকার সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের কথা বলেন।

অশুদ্ধ—"মানিকগঞ্জ, ১৭ই এপ্রিল (জেলা বার্তা পরিবেশক)।—গত শুক্রবার সন্ধ্যায় মানিকগঞ্জ সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ মিলনায়তনে বাংলাদেশ ও ভারতের বিশিষ্ট সঙ্গীত করেন।"

শুদ্ধ—মানিকগঞ্জ, ১৭ই এপ্রিল (জেলাবার্তা পরিবেশক)।—গত শুক্রবার সন্ধ্যায় মানিকগঞ্জ সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ মিলনায়তনে বাংলাদেশ ও ভারতের বিশিষ্ট শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

অশুদ্ধ—"আপনি যদি অবিবাহিত জন্মগত বাংলাদেশী পুরুষ নাগরিক এবং ১৭ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে হয়ে থাকেন, তাহলে নিম্ন-লিখিত যে কোনো কোরে ভর্তি হতে পারেন :

...মূল শিক্ষাগত সনদপত্র, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হতে নাগরিকত্ব এবং চারিত্রিক সনদপত্র, পিতা/অভিভাবকের নিকট হতে অনুমতি পত্র যাহা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।"

শুদ্ধ—আপনি যদি জন্মসূত্রে বাংলাদেশী নাগরিক ও অবিবাহিত পুরুষ হন এবং আপনার বয়স যদি ১৭ থেকে ২০ বৎসরের মধ্যে হয়, তাহলে আপনি নিম্নলিখিত যে কোন কোরে ভর্তি হতে পারেন। শিক্ষাগত মূল সনদ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান থেকে নাগরিকত্ব ও চরিত্র সংক্রান্ত সনদ এবং পিতা/অভিভাবকদের নিকট থেকে অনুমতিপত্র যা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

অশুদ্ধ—"তাহার আমেরিকায় ভর্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে যাবতীয় সহযোগিতা করেছেন—এডুকেশন এব্রড।"

শুদ্ধ—আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার ভর্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে যাবতীয় সহযোগিতা করেছেন—এডুকেশন এব্রড।

অশুদ্ধ—"এতদ্দ্বারা বাংলাদেশ পেপার মার্চেন্টস এসোসিয়েশনের সকল সদস্য-গণকে জানান যাচ্ছে যে,...।"

শুদ্ধ—এতদ্দ্বারা বাংলাদেশ পেপার মার্চেন্টস এসোসিয়েশনের সকল সদস্যকে জানান যাচ্ছে যে,...।

অশুদ্ধ—"যাদু শিখুন। ভর্তি চলবে ১০-৮-৮৭ হইতে ১২-৮-৮৭।"

শুদ্ধ—যাদু শিখুন। ভর্তি চলবে ১০-৮-৮৭ থেকে ১২-৮-৮৭।

অথবা

যাদু শিখুন। ভর্তি চলিবে ১০-৮-৮৭ হইতে ১২-৮-৮৭।

অশুদ্ধ—"ইরান, আমেরিকার বিমান বিধ্বংসী STRINGER ক্ষেপণাস্ত্র সাফল্যের সাথে নকল করেছে বলে দাবী করেছে।"

শুদ্ধ—আমেরিকার বিমান বিধ্বংসী STRINGER ক্ষেপণাস্ত্র সাফল্যের সাথে ইরান নকল করেছে বলে দাবি করেছে।

অশুদ্ধ—"এসব তরুণ জাতীয় পার্টিতে যোগ দিতে এবং তাঁর কর্মসূচী ও নীতির প্রতি সংহতি প্রকাশ করতে আসে।"

শুদ্ধ—এসব তরুণ জাতীয় পার্টিতে যোগ দিতে এবং তাঁর কর্মসূচী ও নীতির প্রতি সমর্থন / আনুগত্য প্রকাশ করতে আসে।

অশুদ্ধ—"তিনি চান, তারা তাদের পছন্দমত পেশায় যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠুক।"

শুদ্ধ—তিনি চান, তারা তাদের পছন্দমত পেশায় সফল হোক এবং যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠুক।

অশুদ্ধ—"তিনি বলেন, আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতে বিভিন্ন সংস্কার ও পরিবর্তনের মাধ্যমে রাজনীতিকে তিনি বহুলাংশে উন্নয়নের সহায়ক এবং জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক কোরে তুলেছেন।"

শুদ্ধ—তিনি বলেন, তিনি আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতে বিভিন্ন সংস্কার ও পরিবর্তন করেছেন। এর ফলে রাজনীতি বহুলাংশে উন্নয়নের সহায়ক হয়ে উঠেছে এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারীরা জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

অশুদ্ধ—"প্রেসিডেন্টের ত্রাণ ভাণ্ডার থেকে ৪-টি হেলিকপ্টারে করে বন্যা-দুর্গত লোকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য আরো খাদ্য সামগ্রী পাঠানো হয়েছে।"

শুদ্ধ—বন্যাদুর্গত লোকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রেসিডেন্টের ত্রাণ ভান্ডার থেকে আরো খাদ্য সামগ্রী ৪টি হেলিকপ্টারে করে পাঠানো হয়েছে।

অশুদ্ধ—"প্রেসিডেন্ট এরশাদ কানাডা থেকে দেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ. কে. এম. নুরুল ইসলাম আজ থেকে জনসাধারণের কাছ থেকে প্রেসিডেন্টের ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে দান গ্রহণ করবেন।"

শুদ্ধ—প্রেসিডেন্ট এরশাদ কানাডা থেকে দেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ. কে. এম. নুরুল ইসলাম আজ থেকে প্রেসিডেন্টের ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ ও সামগ্রী গ্রহণ করবেন।

অশুদ্ধ—" DUKE উভয় হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন এবং রোগীদের কুশল সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন।"

শুদ্ধ— DUKE উভয় হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন এবং রোগীদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন।

অশুদ্ধ—"ইরানী বার্তা সংস্থা কম্যান্ডার মোহসিন রেজাই-র উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, ইরান অনেক আগেই STRINGER সংগ্রহ ও নকল করে এবং নিজস্ব ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী করতে সক্ষম হয়।"

শুদ্ধ—কম্যান্ডার মোহসিন রেজাই-র উদ্ধৃতি দিয়ে ইরানী বার্তা সংস্থা জানায়, অনেক আগেই ইরান STRINGER সংগ্রহ ও নকল করে এবং নিজস্ব ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী করতে সক্ষম হয়।

অশুদ্ধ—"ভারত ফিজিতে সামরিক ক্ষমতা দখলের প্রতিবাদে সেদেশে বাণিজ্য ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান স্থগিত রেখেছে।"

শুদ্ধ—ফিজিতে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের প্রতিবাদে ভারত সেদেশে বাণিজ্য ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান স্থগিত রেখেছে।

অশুদ্ধ—"ইরাক, উপসাগরে জাহাজের ওপর হামলা অব্যাহত রেখেছেন।"

শুদ্ধ—উপসাগরে জাহাজের ওপর ইরাক হামলা অব্যাহত রেখেছে।

অশুদ্ধ—"বিশ্ব কাপ ক্রিকেটে, আজ সকালে রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তান, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে।"

শুদ্ধ—রাওয়ালপিন্ডিতে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে পাকিস্তান আজ সকালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে।

অশুদ্ধ—"প্রেসিডেন্ট কমনওয়েল্থ্ সরকার প্রধানদের বৈঠকে যোগদানের জন্য কানাডা যাওয়ার পথে ব্রিটিশ উপনিবেশ হংকং-এ একরাত্রি অবস্থান করেন।"

শুদ্ধ—কমনওয়েল্থ্ সরকার প্রধানদের বৈঠকে যোগদানের জন্য প্রেসিডেন্ট কানাডা যাওয়ার পথে ব্রিটিশ উপনিবেশ হংকং-এ একরাত্রি অবস্থান করেন।

অশুদ্ধ—"সম্মেলন এলাকার কাছে সমুদ্রপ্রাচীরে কোন বিস্ফোরক রাখা হয়েছে কিনা তার জন্য ডুবুরীরা তল্লাসী চালিয়েছে। এবং সম্মেলন কেন্দ্রের আশেপাশে বোমা সন্ধানী কুকুর ব্যবহার করা হয়েছে।"

শুদ্ধ—সম্মেলন এলাকা সংলগ্ন সমুদ্র প্রাচীরে কোন বিস্ফোরক রাখা হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য ডুবুরীরা তল্লাশী চালিয়েছে। এবং সম্মেলন কেন্দ্রের আশেপাশে বোমাসন্ধানী কুকুর নিয়োগ করা হয়েছে।

অশুদ্ধ—"এর আগে, জনাব পন্নী সূচনা-লগ্ন থেকেই বাংলাদেশ বৃটেনের কাছ থেকে যে-বন্ধুত্বপূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে আসছে তার কথা উল্লেখ করেন।"

শুদ্ধ—এর আগে, জনাব পন্নী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ বৃটেনের কাছ থেকে যে-বন্ধুত্বপূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে আসছে সেকথা উল্লেখ করেন।

অশুদ্ধ—"এই নৌযানে কোরে জাফনা বন্দরের পূর্বে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।"

শুদ্ধ—এই নৌযানে জাফনা বন্দরের পূর্বে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

অশুদ্ধ—"এদিকে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী MR. N.D. RAMA CHANDRAN প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধন ও লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলমের প্রতি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জাতিগত সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করার এবং ভারত-শ্রীলংকা চুক্তির আওতায় শান্তি ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন।"

শুদ্ধ—এদিকে, তামিল নাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী MR. N.D.RAMA CHANDRAN, প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধন ও লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলমের প্রতি পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জাতিগত সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করার এবং ভারত-শ্রীলংকা চুক্তির আওতায় শান্তি ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন।

অশুদ্ধ—"একজন আটক শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা, ভারত সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন যে, শিখদের প্রতি নির্যাতন বন্ধ করা না হলে তারা অন্য দেশের সাহায্য নিতে বাধ্য হবে।"

শুদ্ধ—একজন আটক শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা, ভারত সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন যে, শিখদের উপর নির্যাতন বন্ধ করা না হলে তারা অন্য দেশের সাহায্য নিতে বাধ্য হবে।

অশুদ্ধ—"চীনের প্রেসিডেন্ট LI XIAN NIEN তাঁর ভাষায়, চীনের বিচ্ছিন্নতার লক্ষ্যে তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা দালাইলামাকে মন্তব্য করার প্লাটফরম দানের জন্যে আবারো মার্কিন কংগ্রেসের সমালোচনা করেছেন।"

শুদ্ধ—চীনের প্রেসিডেন্ট LI XIAN NIEN চীন থেকে তিব্বতকে বিচ্ছিন্নতার লক্ষ্যে তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা দালাইলামাকে মন্তব্য করার প্ল্যাটফরম দানের জন্য আবারো মার্কিন কংগ্রেসের সমালোচনা করেছেন।

অশুদ্ধ—"তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের কয়েকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে দেশের পর্যটন এখন সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।"

শুদ্ধ—তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দেশের পর্যটন শিল্প এখন সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

অশুদ্ধ—"গত দুই দশকে সোভিয়েত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইয়েফগেনি ইফতুশেনকো ধর্ম বিষয়ে সোভিয়েত লেখকদের লেখার অধিকারের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।"

শুদ্ধ—সোভিয়েত লেখকদের ধর্মবিষয়ে লেখার অধিকার দাবীর প্রতি গত দুই দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত লেখক ইয়েফগেনি ইফতুশেনকো সমর্থন জানিয়েছেন।

অশুদ্ধ—"এই উপলক্ষে গতকাল দিবারাত থেকে গাওসপাকের জীবন ও আদর্শের ওপর ধর্মীয় আলোচনাসভা, মিলাদ মহফিল ও ওয়াজ মহফিলের আয়োজন করা হয়।"

শুদ্ধ—এই উপলক্ষে গতকাল রাত থেকে গাউসপাকের জীবন ও আদর্শের ওপর ধর্মীয় আলোচনাসভা, মিলাদ মাহফিল ও ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

অশুদ্ধ—"স্মিতা পাতিলের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদনে 'আকালের সন্ধানে' চলচ্চিত্রের অংশ বিশেষ দেখছেন।"

শুদ্ধ—স্মিতা পাতিলের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন উপলক্ষে 'আকালের সন্ধানে' চলচ্চিত্রের অংশবিশেষ এখন দেখানো হচ্ছে।

অথবা

স্মিতা পাতিলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা 'আকালের সন্ধানে' চলচ্চিত্রের অংশবিশেষ এখন দেখাচ্ছি।

অশুদ্ধ—"তিনি বলেন, ভাঙনের প্রকৃতি ও গতিধারা ঠিকমত বোঝা গেলে তা আগেভাগেই পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সমস্যাসংকুল এলাকা থেকে দূরে শিল্প ও শহর প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে।"

শুদ্ধ—তিনি বলেন, [নদীর] ভাঙনের প্রকৃতি ও গতিধারা ঠিকমতো বোঝা গেলে তা ভাঙন রোধের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করতে পারে এবং যেসব এলাকায় বিপর্যয় ঘটতে পারে, তার থেকে দূরে শিল্প ও শহর প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভবপর হয়।

পরিশিষ্ট

বাংলা বানানের নিয়ম

বাংলা সাহিত্যে চল্‌তি ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের পরিমাণ কমে আসে এবং তদ্ভব ও দেশী শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অসংস্কৃত শব্দের বানানে বিশেষত চল্‌তি ভাষার বানানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পণ্ডিতদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় বাংলা বানান সংস্কারের প্রতি। বিশ্বভারতীর উদ্যোগে চল্‌তি ভাষার বানান সম্বন্ধে একটি সাধারণ নীতি গৃহীত হয়। এই নীতিমালা নির্ধারণ করেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিয়মাবলী দেখে দেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে সাধারণভাবে এই বানান পদ্ধতিটি অনুমোদন করেন এবং বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-নাথের সমস্ত রচনাকর্মই এ-পদ্ধতি অনুসারে ছাপা হয়। এই নিয়মাবলী ১৩৩২ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (নভেম্বর ১৯৩৫) বাংলা বানানের নিয়ম সংকলনের জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতি বানান সম্পর্কে অভিমত সংগ্রহের জন্য বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকদের নিকট প্রশ্নপত্র প্রেরণ করেন। প্রায় দুইশত উত্তরপত্র বিচার ক'রে সমিতির সুপারিশকৃত বাংলা বানানের নিয়ম প্রকাশিত হয় (৮ই মে, ১৯৩৬)। নিয়মের পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালের মে মাসে।

দুটি নিয়মের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে গরমিল রয়েছে, তবে যে কোন একটি রীতির ব্যবহার বাঞ্ছনীয় বলে আমরা মনে করি।

বিশ্বভারতীর গৃহীত চল্‌তি বাংলা বানানের নিয়মাবলী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতির গৃহীত বাংলা বানানের নিয়ম এখানে সংযোজিত হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের নিয়মাবলীতে বিদেশী ভাষা থেকে আগত শব্দের বানান সম্পর্কেও কিছু নির্দেশ রয়েছে।

চল্‌তি ভাষার বানান (বিশ্বভারতী)

"১. সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের বানান প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার নিয়ম অনুসারে লেখা হবে।

ব্যতিক্রম ঃ—

১.১ সাধু ও চ'ল্‌তি দুই ভাষাতেই ইন্‌-প্রত্যয়ান্ত শব্দে বাঙ্‌লা বিভক্তি যুক্ত হ'লেও ী-কারই বজায় থাকবে। ইন্‌-অন্ত শব্দে সমস্ত পদে বিকল্পে ই-বানান চ'ল্‌তে পারে, কিন্তু আমরা বাঙ্‌লায় ী-কারান্ত প্রথমার রূপকেই বাঙ্‌লার শব্দরূপ ব'লে ধ'রে নেবো। যেমন : [ধনীরা, যাত্রীদল, সঙ্গীহীন ইত্যাদি]।

১.২ সাধু ও চ'ল্‌তি দুই ভাষাতেই ী-কারান্ত শব্দে সম্বোধনে ী-কার বজায় থাক্‌বে। যেমন : [দেবী, জননী, রূপসী, সুন্দরী, ঊর্ব্বশী ইত্যাদি]।

১.৩ যেখানে অন্ত্য : (বিসর্গ) উচ্চারণ হয় না সেখানে : (বিসর্গ) না লেখাই ভালো। যেমন : [জ্ঞানত, বিশেষত, আপাতত, সাধারণত ইত্যাদি] অবশ্য যেখানে : (বিসর্গ) উচ্চারণ হয় সেখানে : (বিসর্গ) লিখ্‌তে হবে। যেমন : [মাতঃ, পিতঃ, নমোনমোঃ ইত্যাদি]।

(২) হসন্ত-চিহ্নের ব্যবহার

শেষে হসন্ত উচ্চারণ করাই বাঙ্‌লা ভাষার সাধারণ নিয়ম ব'লে শেষে হসন্ত চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই।

যেমন : [সকল, বালক, নিশ্চিত, ব'ল্‌লেন ইত্যাদি]।

২.১ সাধু ও চ'ল্‌তি দুই ভাষাতেই অর্থের পার্থক্য দেখাবার জন্য সময়ে সময়ে শেষে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন : ["এ জিনিসটার চল্‌ হ'য়ে গেছে" ; "যদিও ব্রাহ্মণবংশজাত তবু জাত্‌ মানি না" ; "রোজ রোজ যোগান্‌ যোগানো চলে না", এই সব বাক্যে চল্‌, যোগান্‌ প্রভৃতি শব্দ] সাধারণত হসন্ত দিয়ে লেখাই ভালো।

২.২ চ'ল্‌তি ভাষায় তুচ্ছ অনুজ্ঞায় (বিকল্পে) শেষে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে। যেমন : [ডাক্‌, কর্‌, বল্‌, হোক্‌, বলিস্‌, করিস্‌ ইত্যাদি]। কিন্তু হসন্ত চিহ্ন না দেওয়াই ভালো।

২.৩ সাধু ও চ'ল্‌তি দুই ভাষাতেই ক্রিয়াপদ ছাড়া অন্যান্য তিন অক্ষরের শব্দে উপান্ত অক্ষরে উচ্চারণ-অনুসারে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া দরকার ; যেমন : [মেঘ্‌লা, বাদ্‌লা, পশ্‌লা, এম্‌নি, জান্‌লা ইত্যাদি]।

কবিতার ছন্দ অনুসারে অনেক সময় উপান্ত অক্ষরের অ-অন্ত্য বা হসন্ত দুরকম উচ্চারণই হয় ; তাই কবিতায় অনেক জায়গায় উচ্চারণ অনুসারে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া দরকার। যেমন : [বর্‌ষা (বরিষা, সংস্কৃত বর্ষা নয়) আর বর্ষা, ভাবনা আর ভাব্‌না, ভরসা আর ভর্‌সা] এইসব শব্দে উচ্চারণ পার্থক্য দেখানোর জন্য হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করা উচিত।

২.৪ চ'ল্‌তি ভাষায় তিন অক্ষরের ক্রিয়াপদে উপান্ত অক্ষরে হসন্ত উচ্চারণই সাধারণ নিয়ম। এসব শব্দে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার না ক'র্‌লেও চলে। যেমন : [ক'রতে, ব'লতে, চ'লতে, ধ'রতে, প'রতে, চি'নতে]। আবার হসন্ত ব্যবহার করাও চলে ; যেমন : [ক'র্‌তে, ব'ল্‌তে, চ'ল্‌তে, ধ'র্‌তে, প'র্‌তে, চিন্‌তে ইত্যাদি]। কোনোটায়ই অসুবিধা হয় না ; উচ্চারণের দিক্‌ থেকে হসন্ত ব্যবহার করাই বোধহয় ভালো।

শব্দের মধ্যস্থিত স্বর-ধ্বনির লোপের ফলে যেখানে উচ্চারণে অন্য বর্ণ এসে গিয়েছে সেখানে মূল-রূপের অনুযায়ী ব্যঞ্জন-বর্ণগুলিকে ঠিক রাখাই বাঞ্ছনীয়। আমরা [কর্ত্তে, কর্ল্লে, পার্ব্ব, কর্ব্ব প্রভৃতি] বানান ব্যবহারের পক্ষপাতী নই। কারণ তাতে ধাতুর নিজরূপ অনাবশ্যক বিকৃত হ'য়ে যাবে—অথচ বিশেষ কিছু সুবিধাও হবে না।

২.৫ সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই বিদেশী শব্দে উচ্চারণ অনু-সারে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন : [মশ্‌গুল, বুল্‌বুল, শেক্‌স্‌পিয়র ইত্যাদি]।

২.৬ চ'ল্‌তি ভাষায় চার অক্ষরের ক্রিয়াপদে দ্বিতীয় অক্ষরে হসন্ত দেওয়া যেতে পারে, না দিলেও চলে, কোনো অসুবিধা হয় না। সুনীতি বাবু দেখিয়েছেন যে, বাঙ্‌লা উচ্চারণের কাঠামো দ্বৈ-মাত্রিক। দুই দুই অক্ষরে শব্দকে ভাগ ক'রে নিয়ে সাধারণত দ্বিতীয় অক্ষরে হসন্ত উচ্চারণ হয়। তবে [দেখ্‌বার (দ্যাখ্‌বার), কর্‌বার, বল্‌বার প্রভৃতি শব্দে] হসন্ত ব্যবহার করা ভালো কি না পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার।

(৩) ইলেক-চিহ্ন (') ব্যবহার

৩.১ কবিতায় সাধু ও চ'লতি ভাষা দুয়েতেই ই-কারান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ইলেক-চিহ্ন দিতে হবে। যেমন : [করি', ভরি', ধরি', চমকি', উচ্ছ্বসি' ইত্যাদি]।

৩.২ মধ্যস্থিত অ-কারের ও-ধ্বনি দেখাবার জন্য ইলেক-চিহ্ন ব্যবহার হবে।

৩·২-১ চ'লতি ভাষার ক্রিয়ার লুপ্ত ই-কারের প্রভাবে অ-কার থেকে জাত ও-ধ্বনি ইলেক-চিহ্ন দিয়ে দেখাতে হবে। ও-ধ্বনি যে-ব্যঞ্জন বর্ণকে আশ্রয় করে, ইলেক-চিহ্ন তা'র পাশে ব'সবে। যেমন : [ক'রে, ব'লে, ক'রবো, ব'লবো, ক'রতে, প'রতে ম'রতে, ক'রছো ইত্যাদি]।

৩.২-২ কিন্তু যেখানে ও-উচ্চারণ হয় না, সেখানে ইলেক ব্যবহার হবে না। যেমন : [করবার, ধরবার, বলবার ইত্যাদি]।

৩.২-৩ সাধু ভাষা ও চ'লতি ভাষায়, দুয়েতেই বর্ত্তমান অনুজ্ঞায় ইলেক ব্যবহার হ'তে পারে। যেমন : [ডাক' (ডাকহ), দেখ' (দেখহ), কর' (করহ), বল' (বলহ) ইত্যাদি]। কিন্তু চ'লতি ভাষায় ো-কার ব্যবহার করাই সহজ। যেমন : [ডাকো, দেখো, করো, বলো ইত্যাদি]। সাধুভাষা ও চ'লতি ভাষায় দ্বিত্ব শব্দে বিকল্পে, যেমন : [কাঁদ-কাঁদ, পড়'-পড়', নিব'-নিব']। কিন্তু চ'লতি ভাষায় ো-কার লেখাই ভালো ; যেমন : [কাঁদো-কাঁদো, পড়ো-পড়ো, নিবো-নিবো ইত্যাদি]।

৩.২-৪ চ'লতি ভাষায় [আছ', দিল', দিত', ছিল',] এই কয়টি শব্দে ইলেক-চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সম্ভবত চোখে লাগবে।

৩.৩ সাধু ও চ'লতি ভাষা দুয়েতেই অর্থের পার্থক্য দেখাবার জন্য লুপ্ত অক্ষরের পরিবর্তে আবশ্যক-মতো ইলেক-চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন : [ক'বে (কহিবে) ও কবে (কোনো দিন), র'বে (রহিবে) ও রবে (শব্দে), তা'র (তাহার) ও তার (তন্ত্রী) ; তা'রা (তাহারা) ও তারা (নক্ষত্র), বা'র (বাহির) ও বার (দিন) ইত্যাদি] কিন্তু তাতে ইলেকের ও-ধ্বনি জ্ঞাপক ব্যবহারের সঙ্গে অসঙ্গতি দোষ ঘ'টবে।

৩.৪ অ-উচ্চারণ দেখাবার জন্য একটা বিশেষ চিহ্ন দরকার। ইলেক-চিহ্নকে এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : [ভর'সা ও ভর্‌সা, এম'নি ও এম্‌নি ইত্যাদি] কিন্তু তাতে (৩.২)-এর সঙ্গে অসঙ্গতি দোষ ঘটে। একই ইলেক-চিহ্ন ও-ধ্বনি আর অ-ধ্বনি দুয়ের জন্য ব্যবহার ক'রতে হয়। আমাদের মতে ইলেক-চিহ্নকে শুধু অ-ধ্বনি দেখাবার জন্য নির্দিষ্ট রাখাই বাঞ্ছনীয়। মধ্য ও-ধ্বনি সর্বত্রই ো-কার দিয়ে লিখ্‌লে আর কোনো অসুবিধা থাকে না।

(৪) অ-কার ব্যবহার

৪.১ তৎসম শব্দে। [স্নেহ, গত, নত, মৃগ, পালিত, বিহিত ইত্যাদি]।

৪.২ অন্ত্য সংযুক্ত বর্ণে ; তৎসম, তদ্ভব ও বিদেশী শব্দে সর্বত্রই। [সূর্য্য, মন্দ, ফর্দ্দ, কর্জ্জ ইত্যাদি]।

৪.৩ সাধু ভাষার ক্রিয়া-পদে। [রহিয়াছ, করিয়াছ, বলিব, করিব ইত্যাদি]।

৪.৪ [যেন, কেন, যত, তত, এত, কত] এই কয়টি অত্যন্ত প্রচলিত শব্দে। উচ্চারণ-অনুসারে [যেনো, কেনো, যতো, ততো, এতো, কতো] লেখা উচিত ; কিন্তু অভ্যস্ত সংস্কারে সইবে কি না সন্দেহ। তবে ো-কার চালিয়ে দিতে পার্‌লেই ভালো হয়।

৪.৫ অন্ত্য ঃ (বিসর্গ) যেখানে লোপ হ'য়েছে সেখানে আপাতত শুধু অ-কার দিয়েই চালাতে হবে। যেমন :—[আপাতত, বিশেষত, সাধারণত ইত্যাদি]। তাতে কিছু অসুবিধা আছে ; (৬) মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৪.৬ অ-উচ্চারণ দেখাবার জন্য একটা বিশেষ চিহ্ন দরকার। ইলেক-চিহ্নকে এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে (৩.২)-এর সঙ্গে অসঙ্গতি দোষ ঘ'ট্‌বে। (৩.৪) দ্রষ্টব্য।

(৫) অ-এর ও-ধ্বনি

৫.১ মধ্যস্থিত অ-এর ও-ধ্বনি ইলেক দিয়ে দেখানো হবে। কিন্তু (৩.২) ও (৩.৪) দ্রষ্টব্য।

৫.২ সাধু ও চ'লতি ভাষা দুয়েতেই তদ্ভব শব্দে যেখানে অন্ত্য অ-এর ও-উচ্চারণ হয়, সেখানে ো-কার দেওয়া হবে। [ভালো, কালো, মতো, ছোটো, বড়ো, কখনো, যখনো, এখনো, আরো, বারো, তেরো, চোদ্দো (কিন্তু চৌদ্দ), পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো, পুরানো ইত্যাদি]।

ব্যতিক্রম :—[যেন, কেন, যত, কত, এত]। এই সব শব্দে ো-কার চলে কি না পরীক্ষা ক'রে দেখা যেতে পারে। (৪.৪) দ্রষ্টব্য।

৫.৩ সাধু ও চ'লতি ভাষায় 'আনো' প্রত্যয়ান্ত শব্দে ো-কার দেওয়া হবে। [করানো, বলানো, পড়ানো, দেখানো ইত্যাদি]।

৫.৪ সাধু ভাষায় বিকল্পে ও চ'লতি ভাষায় সাধারণত দ্বিত্ব শব্দে ো-কার ব্যবহার হ'তে পারে [কাঁদো-কাঁদো, পড়ো-পড়ো, নিবো-নিবো] (৩.২-৩) দ্রষ্টব্য।

৫.৫ চ'লতি ভাষার ক্রিয়ার শেষে সাধারণত ো-কার ব্যবহার হবে। [ডাকো (ডাকিও), থেকো (থাকিও) ; এলো, ব'ললো, ক'রলো, ব'য়েছো, ব'লেছে ইত্যাদি]। (৩.২-৩) দ্রষ্টব্য।

৬. ই—ঈ-কার ব্যবহার

৬.১ সাধু ভাষা ও চ'লতি ভাষা দুয়েতেই ইন্‌-প্রত্যয়ান্ত শব্দে বাঙলা বিভক্তি যুক্ত হ'লেও ঈ-কার লেখা হবে। [গুণীকে, ধনীকে, মন্ত্রীকে, রোগীদের ইত্যাদি] (১.১) দ্রষ্টব্য।

৬.২ সাধুভাষা ও চলতি ভাষা দুয়েতেই প্রশ্নসূচক অব্যয় কি (হ্রস্ব) ই-কার দিয়ে লেখা হবে। নির্দেশক সর্বনাম "কী" (দীর্ঘ) ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন : তুমি কি খাবে ? [অব্যয়], তুমি কী খাবে ? [সর্বনাম] তুমি কী কী খাবে [সর্বনাম]।

৭. উ-কার ব্যবহার

তদ্ভব শব্দে সাধু ও চ'লতি দুই ভাষাতেই [অ] উ-কার লেখাই ভালো ; ঊ-কার যতদূর সম্ভব কম ব্যবহার হবে। [বউ, লাউ, মউ ইত্যাদি] কিন্তু সমস্ত শব্দে বিকল্পে ৌ-কার লেখা যেতে পারে। বৌঠাকুরাণী, চৌঘুড়ী, মৌমাছি, চৌধুরী ইত্যাদি]।

৮. ে-কার ও ৈ-কার ব্যবহার

৮.১ চ'ল্‌তি ভাষায় সকর্মক ক্রিয়ায় অতীতে বিকল্প ে-কার লেখা হবে। যেমন : [কাঁদ্‌লে, কর্‌লে, বল্‌লে ইত্যাদি]।

অকর্মক ক্রিয়ার ে-কার চলে না : সর্বত্র ো-কার কিংবা ইলেক ব্যবহার কর্‌তে হবে। যেমন : [কাঁদ্‌লো, হ'লো, গেলো ইত্যাদি]।

৮.২ চ'ল্‌তি ভাষায় অতীত ক্রিয়ায় বিকল্পে। যেমন—[কর্‌তেম, কর্‌লেম, বল্‌তেম, বল্‌লেম ইত্যাদি]।

৮.৩ সাধু ও চল্‌তি দুই ভাষাতেই এ্যা উচ্চারণে সর্ব্বত্র ে-কার ব্যবহার হবে। যেমন : [দেখা, খেলা, ফেলা, মেলা, যেন, কেন, ইত্যাদি]।

৯. ও-কার ব্যবহার

ও-ধ্বনি যতদূর সম্ভব ো-কার দিয়ে লেখাই সহজ। কিন্তু ভাষা-তত্ত্বের খাতিরে মধ্যস্থিত অ-কারের ও-ধ্বনি ইলেক-চিহ্ন দিয়ে নির্দ্দেশ ক'র্‌তে হ'চ্ছে। (৩) দ্রষ্টব্য।

৯.১ সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা এই দুয়েতেই [মোতি, গোরু, কোলু, এবং বিকল্পে নোতুন] এই কয়টি তদ্ভব শব্দে ও-কার লেখা হবে।

৯.২ [কোনো] আর [কোনও] এই দুয়ের মধ্যে কিছু তফাৎ আছে। আবশ্যক-মতো [কোনও, কখনও, আজও, তখনও ইত্যাদি] লেখা হবে।

৯.৩ [করিয়ো, নিয়ো প্রভৃতি] শব্দে "য়ো" লেখাই আপাতত চ'ল্‌বে।

১০. ব্যঞ্জনবর্ণ

১০.১ সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই [কান, বানান, পান, সোনা] এই শব্দগুলি দন্ত্য-ন দিয়ে লেখা হবে। দন্ত্য-ন বাঙ্‌লা উচ্চারণ আর বাঙ্‌লা বানান এই দুয়েরই অনুমোদিত।

১০.২ সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই "আছ" ধাতুর বিকৃতরূপে সর্ব্বত্র "ছ" ব্যবহার করা হবে ; 'চ' লেখা হবে না। [ক'রেছো, লিখেছো, ব'লেছো ইত্যাদি]।

১০.৩ সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই বিদেশী শব্দে মূলরূপ-অনুসারে তালব্য-শ ব্যবহার করা হবে। শহর, শেক্‌স্‌পিয়র, শেমিজ, শাজাহান, হামেশা, মশ্‌লা ইত্যাদি] কিন্তু [সরম] শব্দটিতে প্রচলিত বানান অনুযায়ী দন্ত্য 'স' লেখাই চ'ল্‌বে।

(১১) স্বরানুক্রম

চ'ল্‌তি ভাষায় উচ্চারণ-অনুসারে স্বরানুক্রম (Vocalic Harmony) চ'ল্‌বে। যেমন :—[একটা, দুটো, তিনটে, বিলিতী, দিশী, পুজো, জুয়ো, ধুনুরী, খুড়ো, বুড়ো, শুখো, ফিতে, হিসেবে ইত্যাদি]।"

['প্রবাসী', ১৩৩২, অগ্রহায়ণ।]

বাংলা বানানের নিয়ম (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

১. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা—'অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, বার্তা, কর্দম, অর্ধ, বার্ধক্য, কর্ম, কার্য, সর্ব'।

সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসারে রেফের পর দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ ; না করিলে দোষ হয় না, বরং লেখা ও ছাপা সহজ হয়।

২. সন্ধিতে ঙ্ স্থানে অনুস্বার

যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়, যথা—'অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন' অথবা 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার বা পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়, যথা—'সংজাত, স্বয়ংভূ', অথবা 'সঞ্জাত, স্বয়ম্ভূ'। বাংলায় সর্বত্র এই নিয়ম অনুসারে ং দিলে উচ্চারণে বাধিতে পারে, কিন্তু ক-বর্গের পূর্বে অনুস্বার ব্যবহার করিলে বাধিবে না, বরং বানান সহজ হইবে।

অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব দেশজ ও বিদেশী শব্দ

৩. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা—'কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, চর্বি, ফর্মা, জার্মানি'।

৪. হস্-চিহ্ন

শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্-চিহ্ন দেওয়া হইবে না, যথা—'ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পকেট, মক্তব, হুক, করিলেন,

করিস'। কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্-চিহ্ন বিধেয়। হ ও যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণতঃ স্বরান্ত, যথা—'দহ, অহরহ, কাণ্ড, গঞ্জ'। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্তব্যঞ্জনের পর হস্-চিহ্ন আবশ্যক, যথা—'শাহ্, তখ্ত, জেম্স্ বণ্ড্'। কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলিবে, যথা—'আর্ট, কর্ক, গভর্নমেণ্ট, স্পঞ্জ'। মধ্যবর্ণে প্রয়োজন হইলে হস্-চিহ্ন বিধেয়, যথা—'উল্‌কি, সট্‌কা'। যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয় তবে শেষে হস্-চিহ্ন বিধেয়, যথা—'কট্‌কট্, খপ্, সার্'।

বাংলার কতকগুলি শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা—'গলিত, ঘন, দৃঢ়, প্রিয়, করিয়াছ, করিত, ছিল, এস'। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষের অ-কার গ্রস্ত অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তবৎ, যথা—'অচল, গভীর, পাঠ, করুক, করিস, করিলেন'। এই প্রকার সুপরিচিত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হইবে কি হইবে না তাহা বুঝাইবার জন্য কেহই চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। অধিকাংশ স্থলে অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্-চিহ্ন অনাবশ্যক, বাংলা ভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত উচ্চারণ হইবে। অল্প কয়েকটি বিদেশী শব্দের শেষে অ উচ্চারণ হয়, যথা—'বাই-ল'। কিন্তু প্রভেদ রক্ষার জন্য অপর বহু শব্দে হস্-চিহ্নের ভার চাপান অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হস্-চিহ্ন বিধেয়।

৫. ই ঈ উ ঊ

যদি মূল সংস্কৃত শব্দের ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে, যথা—'কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, ঊনিশ, চূন, পূব' অথবা 'কুমীর, পাখি, বাড়ি, শিষ, উনিশ, চুন পুব'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল উ হইবে, যথা—'নীলা (নীলক), হীরা (হীরক), দিয়াশলাই (দীপশলাকা), খিল (কীল), পানি (পানীয়), চুন (চূন), তাড়ু (তর্দু), জুয়া (দ্যূত)'।

স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে, যথা—'কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ই হইবে, যথা—'ঝি, দিদি, বিবি, কচি, মিহি, মাঝারি, চল্‌তি'। 'পিসী, মাসী' স্থানে বিকল্পে 'পিসি, মাসি' লেখা চলিবে।

অন্যত্র মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্ম বাচক শব্দের এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হইবে, যথা—'বেঙাচি, বোঁজ, কাঠি, সুজি, কেরামতি, চুরি, পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসরি, সোজাসুজি'।

নবাগত বিদেশী শব্দে ঈ উ প্রয়োগ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

৬. জ য

এই সকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয়, যথা—'কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল'।

৭. ণ ন

অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে, যথা—'কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার'। কিন্তু যুক্তাক্ষর ন্ট, ন্ঠ, ন্ড চলিবে, যথা—'ঘুন্টি, লন্ঠন, ঠান্ডা'।

'রানী' স্থানে বিকল্পে 'রাণী' চলিতে পারিবে।

৮. ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমা প্রভৃতি

সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য অতি-রিক্ত ও-কার ঊর্ধ্ব-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। যদি অর্থগ্রহণে বাধা হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব-কমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে, যথা—'কাল, কালো ; ভাল, ভালো ; মত, মতো ; পড়ো, প'ড়ো (পড়ুয়া বা পতিত)'।

এই সকল বানান বিধেয়, যথা—'এত, কত, যত, তত, তো, হয়তো, কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাত, গতি), ডাল (দাইল, শাখা)'।

৯. ং ঙ

'বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন' প্রভৃতি এবং 'বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন' প্রভৃতি উভয়প্রকার বানানই চলিবে। হসন্ত ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়, যথা—'রং, রঙ ; সং, সঙ; বাংলা, বাঙলা'। স্বরাশ্রিত হইলে ঙ বিধেয়, যথা—'রঙের, বাঙালী, ভাঙন'।

ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার স্থানে বিকল্পে ঙ লিখিলে আপত্তির কারণ নাই। 'রংএর' অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ। 'রঙ্গের' লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, কারণ, 'রঙ্গ' ও 'রং'-এর উচ্চারণ সমান নয়, কিন্তু 'রং' ও 'রঙ' সমান।

১০. শ ষ স

মূল সংস্কৃত শব্দ-অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে, যথা—'আঁশ (অংশ), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসী (পিতৃঃ-স্বসা)'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—'মিনসে' (মনুষ্য), 'সাধ' (শ্রদ্ধা)।

বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে S স্থানে স sh স্থানে শ হইবে, যথা—'আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিস, পেনসিল, মসলা, মাসুল, সবুজ, সাদা, সিমেন্ট, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবৎ, শরম, শহর, শার্ট, শেক্সপিয়র'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—'ইস্তাহার (ইশ্‌তিহার), গোমস্তা (গুমাশ্‌তাহ্‌), ভিস্তি (বিহিশ্‌তী), খৃষ্ট (Christ)'।

শ ষ স এই তিন বর্ণের একটি বা দুইটি বর্জন করিলে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না, বরং বানান সরল হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্ভব শব্দে মূল-অনুসারে শ ষ স প্রয়োগ বহুপ্রচলিত, এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতির সহসা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। বহু বিদেশী শব্দের প্রচলিত বাংলা বানানে মূল অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানান দেখা যায়, যথা—'সরবৎ, শরবৎ ; সরম, শরম ; শহর, সহর ; শয়তান, সয়তান ; পুলিস, পুলিশ'। সামঞ্জস্যের জন্য যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয়।

বিদেশী শব্দের S-ধ্বনির জন্য বাংলায় ছ অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু যেখানে প্রচলিত বাংলা বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—'কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ'।

দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হইবে, যথা—'করিস, ফরসা (ফরশা), সরেস (সরেশ), উসখুস (উশখুশ)'।

১১. ক্রিয়াপদ

সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্ত রূপে 'করান, পাঠান', প্রভৃতি অথবা বিকল্পে 'করানো, পাঠানো' প্রভৃতি বিধেয়।

চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। বিকল্পে ঊর্ধ্বকমা বর্জন করা যাইতে পারে, এবং -লাম ভিত্তিক স্থানে -লুম বা -লেম লেখা যাইতে পারে।

হ-ধাতু

হয়, হন, হও, হ'স, হই। হচ্ছে। হয়েছে। হ'ক, হ'ন, হও, হ। হ'ল হ'লাম। হ'ত। হচ্ছিল। হয়েছিল। হব (হবো), হবে। হ'য়ো, হ'স। হ'তে, হ'য়ে, হ'লে, হবার, হওয়া।

খা-ধাতু

খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে। খেয়েছে। খাক, খান, খাও, খা। খেলে, খেলাম। খেত। খাচ্ছিল। খেয়েছিল। খাব (খাবো), খাবে। খেয়ো, খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু

দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই। দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। দিলে, দিলাম। দিত। দিচ্ছিল। দিয়েছিল। দেব (দেবো), দেবে। দিও, দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া।

শু-ধাতু

শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই। শুচ্ছে। শুয়েছে। শুক, শুন, শোও, শো। শুল, শুলাম। শুত। শুচ্ছিল। শুয়েছিল। শোব (শোবো), শোবে। শুয়ো, শুস। শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কর্-ধাতু

করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে। করেছে। করুক, করুন, কর, কর্। ক'রলে, ক'রলাম। ক'রত। করছিল। করেছিল। ক'রব (ক'রবো), ক'রবে। ক'রো, করিস। ক'রতে, ক'রে, ক'রলে, করবার, করা।

কাট্-ধাতু

কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কাটুন, কাট, কাট্। কাটলে, কাটলাম। কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটব (কাটবো), কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা।

লিখ্-ধাতু

লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখ্। লিখলে, লিখলাম। লিখত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখব (লিখবো), লিখবে। লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার, লেখা।

উঠ্-ধাতু

ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, উঠ্। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠব (উঠবো), উঠবে। উঠো, উঠিস। উঠতে। উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

করা ধাতু

করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাক, করান, করাও, করা। করালে, করালাম। করাত। করাচ্ছিল। করিয়েছিল। করাব (করাবো), করাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে, করালে, করাবার, করান (করানো)।

১২. কতকগুলি সাধু শব্দের চলিত রূপ

'কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর' প্রভৃতি কতকগুলি সাধু শব্দের মৌখিক রূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্যপ্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তাহার সাধুরূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়, যথা—'পিছন, পিতল, ভিতর, উপর'। যাহার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তাহার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা—'কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো'।

নবাগত ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ

Cut-এর u, Cat-এর a, f, v,w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলায় নাই। অল্প কয়েকটি নূতন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলা লিপিতে প্রবর্তিত করিলে মোটামুটি কাজ চলিতে পারে। বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নূতন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছা-কাছি বাংলা রূপ হইলেই লেখার কাজ চলিবে। যে সকল বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বানান বাংলায় চলিয়া গিয়াছে সে সকল শব্দের প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—'কলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকেন্ড'।

১৩. বিবৃত অ (cut-এর u)

মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাংলা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা—'ক্লাব (club), বাস্ (bus), বাল্‌ব্ (bulb), সার্ (sir), থার্ড (third), বাজেট (budget), জার্মান (German), কাটলেট (cutlet), সার্কস (circus), ফোকস (focus), রেডিয়ম (radium), ফস্‌ফরস (phosphorus), হিরোডোটস (Herodotus)'।

১৪. বক্র আ (বা বিকৃত এ। cat-এর a)

মূল শব্দে বক্র আ থাকিলে বাংলায় আদিতে 'অ্যা' এবং মধ্যে 'যা' বিধেয়, যথা—'অ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat)।

এইরূপ বানানে 'যা'-কে য-ফলা+আ-কার মনে না করিয়া একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন জ্ঞান করা যাইতে পারে, যেমন হিন্দীতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলিতেছে। নাগরী লিপিতে যেমন অ-অক্ষরে ও-কার যোগ করিয়া ও হয়, সেইরূপ বাংলায় অ্যা হইতে পারে।

১৫. ঈ উ

মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ ঊ বিধেয়, যথা—'সীল (seal), ঈস্ট (east), উস্টার (Worcester), স্পূল (spool)'।

১৬. f v

f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, যথা—'ফুট (foot), ভোট (vote) যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হইবে, যথা—'ফন (von)।

১৭. w

w স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথা—'উইলসন (Wilson)' উড (wood), ওয়ে (way)'।

১৮. য়

নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটর' প্রভৃতি বানান চলিতে পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত। 'এডোয়ার্ড, ওয়ার-বণ্ড' না লিখিয়া 'এড্ওয়ার্ড, ওঅর-বণ্ড' লেখা উচিত। 'হার্ডওয়ার' (hardware) বানানে দোষ নাই।

১৯. s, sh

১০ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২০. st

নবাগত বিদেশী শব্দে st স্থানে নূতন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়, যথা—'স্টোভ (stove)'।

২১. z

z স্থানে জ বা জ্ বিধেয়।

২২. হস্-চিহ্ন

৪ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় / ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ, / কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪২।
২. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় / ব্যবহারিক বাঙ্গালা ব্যাকরণ, / কলিকাতা ১৯৪৪।
৩. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি / প্রসঙ্গ বাংলাভাষা / কলকাতা ১৯৮৬।
৪. সুভাষ ভট্টাচার্য / আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান / কলকাতা ১৯৮৪।
৫. সুভাষ ভট্টাচার্য / বাংলা ভাষার সাত সতেরো / কলকাতা ১৯৮৮।
৬. মণীন্দ্রকুমার ঘোষ / বাংলা বানান / কলকাতা ১৩৮৫।
৭. পরেশচন্দ্র মজুমদার / বাংলা বানান বিধি / কলকাতা ১৯৮২।
৮. সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় / সঠিক বাঙ্লা বানান / কলকাতা ১৯৮২।
৯. রমজান আলী খান মজলিস / বাঙলা বানান বিভ্রাট / ঢাকা ১৯৭২।
১০. জামিল চৌধুরী / বানান ও উচ্চারণ / ঢাকা ১৯৮৫।
১১. কুন্তক / শব্দ নিয়ে খেলা / কলকাতা ১৩৮৭।
১২. মুহম্মদ এনামুল হক / মনীষা মঞ্জুষা (২য় খণ্ড) / ঢাকা ১৯৬৭।
১৩. পবিত্র সরকার / বাংলা বানান : সংস্কার ও সম্ভাবনা / কলকাতা ১৩৯৪।
১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / শব্দতত্ত্ব / কলকাতা ১৩৯১।
১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / বাংলা ভাষা পরিচয় / কলকাতা ১৯৭৯।
১৬. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় / বঙ্গীয় শব্দকোষ / সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী, ১৯৬৭।
১৭. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস / বাঙ্গালা ভাষার অভিধান / কলকাতা।
১৮. রাজশেখর বসু / চলন্তিকা / কলকাতা ১৩৮৯।
১৯. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস / সংসদ বাঙ্গালা অভিধান / কলকাতা ১৯৮৭।

সহায়ক পত্রপত্রিকাসমূহ

১. ভাষাপত্র—মুহম্মদ এনামুল হক স্মারক সংখ্যা।
২. ভাষাপত্র—নেয়ামাল বাসির স্মারক সংখ্যা।
৩. রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা—বর্ষ ১৬ সংখ্যা ৪—হ্যালহেড সংখ্যা।
৪. বক্তব্য / ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত—৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।
৫. ধানশালিকের দেশ / বাংলা একাডেমী / ১৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৯৮৬, ঢাকা।